কর্ম্মবীর লর্ড পাওএল

স্কাউটার বসন্তকুমার দাস বি. টি.
সেকেণ্ড বেঙ্গল ট্রেইনিং ট্রুপ

১৩৩৭

মূল্য বার আনা

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর
আশুতোষ লাইব্রেরী,
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রিণ্টার
শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র সুর
আশুতোষ প্রেস, ঢাকা

উপহার

সোণার বাংলার তরুণ তপন

স্কাউট ভাইদের করকমলে

এই বইখানা উপহার

দিলাম

ঢাকা
বীরাষ্টমী, ১৩৩৭

গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের ভূমিকা

বিগত ১৯২৯ সনের জানুয়ারী মাসে আমি যখন পাবনা জিলা স্কুলে ছিলাম, তখন বিশ্রাম সময়ে পাঠ করিবার জন্য স্কুল লাইব্রেরী হইতে একখানি পুস্তক আনিয়াছিলাম। উক্ত স্কুলের স্কাউট মাষ্টার বন্ধুবর আব্দুর রহিম সাহেব আগ্রহ করিয়া উক্ত পুস্তকখানি আমাকে দিয়াছিলেন। রাত্রি ৭টার সময় আমি পুস্তকখানি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করি, এবং পড়িতে পড়িতে এমনি তন্ময় হইয়া গেলাম, যে, আধঘণ্টা আহারের সময় ব্যতীত সারা রাত্রি জাগিয়া পড়িয়া আমি উহা শেষ করিয়াছিলাম।

এই পুস্তকখানা Mr. E. K. Wade মহোদয় প্রণীত "The Piper of Pax." ইহা স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্ত্তক স্কাউট-গুরু Sir Robert Baden Powell মহোদয়ের জীবন-চরিত। এই মহাপুরুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনকাহিনী না জানিলে স্কাউট আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় না। যে আদর্শ প্রণোদিত হইয়া চীফ্ স্কাউট এই আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের প্রতি স্তরে তিনি সেই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই মহাজন-বাণী চীফ্-স্কাউট সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমাদের স্কাউটগণ মূল পুস্তকখানি অথবা উহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কথাপ্রসঙ্গে এই বিষয়টি আব্দুর

রহিম সাহেবের নিকট বিবৃত করিলে, তিনি আমাকে উক্ত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিতে উৎসাহিত করেন। আমি নিজে পুস্তকখানি পড়িয়া এত মোহিত হইয়াছিলাম, যে, উহার একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে, আমারও প্রবল ইচ্ছা হইল। কিন্তু বঙ্গভাষায় মূল পুস্তকের সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব বজায় রাখিতে পারিব কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। যাহা হউক অবিলম্বে অনুবাদ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং প্রথম দুই অধ্যায়ের অনুবাদ শেষ করিলাম।

আর একদিবস কথাপ্রসঙ্গে পাবনাবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ বি. এ. মহাশয়ের নিকট আমার অনুবাদের উল্লেখ করিয়া, কিয়দংশ পাঠ করিলাম। তিনি উহা শুনিয়া বলিলেন, মূলের যথাযথ অনুবাদ ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের প্রীতিগ্রহ না হওয়াই সম্ভব, সুতরাং প্রধান প্রধান ঘটনার যথাযথ অনুবাদ করিয়া অন্যান্য বিষয়ের মর্ম্মানুবাদ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। তাঁহার এই অভিমত আমারও মনঃপূত হইল, সুতরাং আমি মূলের ভাব বজায় রাখিয়া ইচ্ছামত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম।

অনুবাদ সম্পূর্ণ না হইতেই বগুড়া জিলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মান্যবর শ্রীযুক্ত মৌলভী সদরুদ্দিন আহাম্মদ বি. এ. মহোদয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নিকট দুই একটী অধ্যায় পাঠ করাতে, তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া আমাকে এই কার্য্যে উৎসাহিত করেন। তাঁহার উৎসাহে আমার অসামর্থ্য-জনিত ভীতি অপসারিত হইল, এবং অনুবাদ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম। তৎপরে স্কাউটার ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও অনাথবন্ধু কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়ও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন। এজন্য আমি উপরিলিখিত সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

স্কাউট আন্দোলন বঙ্গদেশে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। বঙ্গীয় স্কাউটগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবে, এবং মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে। চীফ্ স্কাউটের জীবনী পাঠ করিলে স্কাউটদের প্রাণে এমন সব প্রেরণা উপস্থিত হইবে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে দেশজননীর কৃতী সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। আমার এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ যদি চীফ্ স্কাউটের আদর্শে জীবনপথে অগ্রসর হয়, তবেই সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বিলাতের বয়স্কাউট সঙ্ঘ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মূল ইংরাজি পুস্তকখানির বাংলা অনুবাদ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, আমি উক্ত সঙ্ঘের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আর বঙ্গীয় সঙ্ঘের সুযোগ্য সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক মহোদয়গণ উক্ত অনুমতি লাভের জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারাও আমার চির-কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তাঁহারা উভয়েই আমার শিক্ষাগুরু, সুতরাং তাঁহাদের ঋণ আমাদের পক্ষে অপরিশোধনীয়।

এই পুস্তকখানি মুদ্রণ সময়ে আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি. এ. ভ্রম প্রমাদাদি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি—

ঢাকা,
১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৭

শ্রীবসন্তকুমার দাস

চীফ্ স্কাউট।

কর্ম্মবীর লর্ড পাওএল

প্রথম অধ্যায়

জন্ম—বংশ পরিচয়—বাল্যশিক্ষা

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর স্যার রবার্ট বেডেন পাওএল বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, নরনারীর কল্যাণ সাধনে যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের নাম জগতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি সম্প্রতি সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

বিগত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহের বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের ২২শে তারিখে লণ্ডনের হাইডপার্ক (Hyde Park) নামক বিখ্যাত উদ্যানের উত্তর দিকে এক নির্জ্জন পল্লীতে আমাদের বর্ত্তমান চীফ্ স্কাউট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনক জননীর ষষ্ঠপুত্র, এবং তাঁহাদের দশটি সন্তানের মধ্যে অষ্টম সন্তান।

চীফ্ স্কাউটের পিতার নাম রেভারেণ্ড্ রুপার বেডেন পাওএল (Rev. Ruper Baden Powell), এবং মাতার নাম হেন্‌রিয়েটা গ্রেস্ (Henrietta Grace). ইনি বেডেন পাওএলের তৃতীয়া পত্নী ছিলেন। চীফ্ স্কাউটের জনক ধর্ম্মযাজক ছিলেন, কিন্তু তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতাও করিতেন। তিনি বিলাতের রয়েল সোসাইটি নামক বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি যেমন অশেষ শাস্ত্রবিদ্ ও সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার স্বভাবও তেমনি অমায়িক ছিল। বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্রে তাঁহার গভীর বুৎপত্তি ছিল, তাঁহার অন্তরে পরোপকার স্পৃহাও খুব বলবতী ছিল। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বেও তিনি বড়দিনের সময় শীত ও কুজ্ঝটিকা অগ্রাহ্য করিয়া পদব্রজে হাঁটিয়া দরিদ্র পল্লীতে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন। দরিদ্র ও সহায়হীন লোকের প্রতি তাঁহার যে প্রাণের টান ছিল, পুত্রের জীবনে তাহা কিরূপ সুফল উৎপাদন করিয়াছে,

স্কাউটদের প্রতিপাল্য দশটী নিয়মের (Ten Laws) মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—A scout's duty is to be useful and help others.

চীফ্ স্কাউটের জননী এড্মিরাল W. H. Smith. K. S. F, D. C. L., F. R. S. মহোদয়ের কন্যা, এবং স্কটলণ্ডের রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ Piarz Smith এর ভগ্নী ছিলেন। এই স্মিথ পরিবার আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশের স্থাপনকর্ত্তা Captain John Smith এর বংশধর। আমাদের বিদ্যাসাগর, গুরুদাস, ও আশুতোষের জীবনে জননীর প্রভাব কতটা কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা তোমাদের অবিদিত নাই। বঙ্গীয় সমাজের এই তিনজন মুকুটমণি কিরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন তাহাও, সকলেই জানেন। আমাদের চীফ্ স্কাউটও তাঁহাদের ন্যায় অসাধারণ মাতৃভক্তি-পরায়ণ। গুণবতী মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। জীবনের প্রতিস্তরে তিনি মাতার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। বলিতে কি মাতার গুণেই তিনি এরূপ মহান্ হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার জীবনে যে সকল মহতী প্রেরণা আসিয়াছে,—তিনি যাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন,—সকলই তাঁহার মাতার প্রেরণা। তাঁহার অলৌকিক জীবনে কর্ম্মকুশলতার যে স্রোত বহিয়াছে, —তাহার উৎস হইল মাতৃদেবী।

সন্তানের মহত্ত্ব যদি জনক জননীর সৎগুণরাশির উপর

নির্ভর করে, যদি মহান্ জনক ও মহতী জননীর সন্তানই মহত্ত্বের অধিকারী হয়, তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে আমাদের চীফ্ স্কাউটের ন্যায় অনন্যসাধারণ জনক জননীর সন্তান হওয়া অতি অল্প লোকের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে। আর জনক জননী হইতে প্রাপ্ত মহত্ত্বকে নিজের কৃতিত্বদ্বারা তিনি কিরূপ উজ্জ্বল করিয়াছেন—উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তাঁহার নিজের গুণে কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে—তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝা যাইবে।

চীফ স্কাউটের পূর্ণনাম Robert Stephenson Smyth Baden Powell. খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে শিশুর জন্মের পর, নির্দ্দিষ্টদিনে ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া শিশুর নামকরণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। এসময় শিশুর একজন ধর্ম্মপিতা হইয়া থাকেন। Robert Stephenson এই দুইটি নাম শিশু পাওএলএর ধর্ম্মপিতা Robert Stephensonএর নামানুসারে রাখা হইয়াছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; জীবনে তিনি কত সেতু যে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সেতু নির্ম্মাণ শিক্ষা স্কাউটদিগের একটি বিশেষ কার্য্য। এই কল্পনায় চীফ্ স্কাউটের ধর্ম্ম-পিতার প্রভাব লক্ষিত হয় কিনা, পাঠক বিবেচনা করিবেন।

ইংলণ্ডের তদানীন্তন অনেক বিখ্যাত লোকের সহিত Powell পরিবারের বন্ধুত্ব ছিল। একারণে বালক পাওএল

অল্প বয়স হইতেই অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি চিত্র অঙ্কনে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, উহাতে তাঁহার নিজের অঙ্কিত অনেক চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। স্কাউটদিগের Spare time Activitiesএর মধ্যে ছবি, ম্যাপ, নক্‌সা প্রভৃতি অঙ্কন করা একটি বিশেষ কার্য্য। চীফ্ স্কাউট নিজেও একজন সিদ্ধহস্ত চিত্রকর। তাঁহার বাল্যকালে একদিন ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর John Ruskin তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, বালক পাওএল বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই পর্য্যায়ক্রমে চিত্রাঙ্কন অভ্যাস করিতেছেন। Ruskin প্রীত হইয়া মাতাকে বলিয়া গেলেন, "ছেলে যেন এ অভ্যাসটি ছাড়িয়া না দেয়।" পরবর্ত্তী জীবনে এ অভ্যাস কত কার্য্যকরী হইয়াছে, চীফ্ স্কাউটের অঙ্কিত ছবি ও নক্‌সাগুলিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক "থ্যাকারে" মাঝে মাঝে তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতেন। একদিন তিনি বালক পাওএলকে একটি "শিলিং" উপহার দিয়াছিলেন। মহাপুরুষ প্রদত্ত মুদ্রাটি চীফ্ স্কাউট এখনও সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

স্কাউটদিগকে তিনি যে যে বিষয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, বাল্যকালে ভ্রাতাভগ্নীদের সঙ্গে থাকিয়া তিনি নিজে

ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। নিজের অনুসন্ধান কৌশলে নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা, শিবির স্থাপন করা, বেড়া দেওয়া, নৌকা চালনা করা, প্রভৃতি অনেক কাজ তিনি ভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গে বাল্যকালে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন পরিবারে জাত স্কাউটদিগকে মিলিয়া মিশিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় হাতে কলমের কাজ করিতে দেখিলে, তিনি বেশ্ আনন্দ লাভ করেন।

তিন বৎসর বয়সের সময় চীফ্ স্কাউট পিতৃহীন হইয়াছিলেন। গৃহস্বামীর মৃত্যুর পর পাওএল পরিবার পুরাতন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া Hyde Park এর দক্ষিণ দিকে এক নূতন বাড়ীতে চলিয়া আসেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

'চার্টার হাউস' নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ—ছাত্রজীবন স্কাউট আন্দোলনের ভিত্তি কোথায় ?

ইংরেজী ভাষায় দুটি কথা আছে "Childhood shows the man, as morning shows the day" এবং "Child is father of the man"। বালক Baden Powellএর শৈশব ও বাল্যকাল কিরূপে গত হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি কি কি বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবিষয়-গুলি ভালরূপে জানিতে পারিলে, বর্ত্তমান চীফ্ স্কাউটকে চিনিতে আমাদের কষ্ট হয় না। সুতরাং তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে হইবে।

পিতৃহীন পাওএলএর শিক্ষার ভার সর্ব্বপ্রথম জননীর হস্তেই ন্যস্ত হয়। জননী সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার হৃদয়ে শিক্ষার

বীজ বপন করিয়া তাঁহাকে ইচ্ছামত গঠিত করেন। জননীর প্রভাব চিরদিন তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম্মজীবনের উপর কার্য্যকরী হইয়াছে। জননী যতদিন জীবিত ছিলেন, চীফ্ স্কাউট যেখানেই থাকুন, তাঁহার সহিত সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার করিতেন, এবং সকল কার্য্যেই তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। জীবনের অনেক দিন পর্য্যন্ত একমাত্র জননীই তাঁহার ব্যথার ব্যথী ছিলেন। বিগত ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া জীবনের উপযুক্ত সঙ্গিনী লাভ করেন। ইহার ঠিক দুই বৎসর পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। বিবাহের এক বৎসর পর 'Girl Guide' আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, এবং লেডী পাওএল উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু কি স্কাউট আন্দোলন, কি কাব্ আন্দোলন, কি 'গারল গাইড্' আন্দোলন, সকল আন্দোলনেরই প্রেরণা আসিয়াছিল জননীর নিকট হইতে।

জননীর নিকট শিক্ষালাভের পর বালক পাওএল কয়েকদিন Kensington Squareএ এক শিক্ষয়িত্রীর পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে তিনি Mr. Allfrey নামক প্রধান শিক্ষকের পরিচালিত এক Preparatory Schoolএ ভর্ত্তি হইলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগকালে প্রধান শিক্ষক মহাশয় পাওএল-জননীকে বলিয়াছিলেন, "আপনার পুত্রের আগমনে আমার বিদ্যালয়ের বালকদিগের নৈতিক চরিত্রের একটা বিশেষ উন্নতির লক্ষণ

দেখা দিয়াছে ; ইহাকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতে আমি প্রস্তুত আছি।”

Mr. Allfreyর বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে পাওএল এক বৃত্তিলাভ করেন। বৃত্তিপ্রাপ্তির ফলে তিনি স্কটলণ্ডের বিখ্যাত Fettes স্কুলে পড়িতে পারিতেন, কিন্তু ইতিহাস প্রসিদ্ধ Duke of Marlboroughর সুপারিশে পাওএল লণ্ডনের Charter House নামক বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তিনি ঐ বিদ্যালয়ে যোগদান করিলেন।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণের স্নেহ মমতা, এবং বাসগৃহের নানারূপ সুখসুবিধা ছাড়িয়া আসিয়া ছাত্রাবাসে থাকিতে হইলে, বালকগণ প্রথম প্রথম নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। সঙ্গতিপন্ন পরিবারের বালকদের অসুবিধার মাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক হয় ; আবার উহা হ্রাস করিবার উপায়ও তাহাদের বেশ থাকে। কিন্তু অসচ্ছল পরিবারের, বিশেষতঃ বৃত্তিপ্রাপ্ত বা অবৈতনিকভাবে গৃহীত বালকদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়। তাহাদের অনর্থের আর অন্ত থাকে না। আমাদের পাওএল অবৈতনিকভাবে গৃহীত ছাত্র হইলেও ছাত্রাবাসের দিনগুলি তাহার নিকট কষ্টকর হয় নাই। বাড়ীতে তিনি অগ্রজগণের কঠোর শাসনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৌবিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে নাবিকের কার্য্যে অভ্যস্ত

করিবার জন্য নানারূপ কঠোর পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিতেন ইতিমধ্যেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে অন্যান্য সহোদরগণের সঙ্গে পাওএল ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের উপকূলে নৌকাচালনা করিয়া আসিয়াছিলেন। নৌকায় অবস্থানকালে অনেক গৃহস্থালীর কার্য্য --যেমন রন্ধন, পরিবেশন, পাকপাত্র মার্জ্জন, ফল তরকারী পরিরক্ষণ প্রভৃতি তিনি ইতিমধ্যেই করিয়া আসিয়াছেন। ছাত্রাবাসে যখন তাহাকে পাচক, ভৃত্য প্রভৃতির কাজ মাঝে মাঝে করিতে হইত, তিনি তাহাতে মোটেই ভয় পাইতেন না।

বালক পাওএলের শিক্ষালাভ যে বিদ্যালয়ে হইয়াছে বর্ত্তমান চীফ্ স্কাউটের বিভিন্নমুখী প্রতিভা বিকাশের কেন্দ্রভূমি সেই Charter House School সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। লণ্ডনের Smithfield পল্লীর Grey friars Smithfield নামক স্থানে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংলণ্ডের অন্যান্য প্রসিদ্ধ পাব্লিকস্কুলগুলির ন্যায় Charter House স্কুলেরও একটি ইতিহাস আছে। ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে Sir Walter de Manny প্রথমতঃ এই বিদ্যালয় গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বাসগৃহরূপেই ইহা প্রথম ব্যবহৃত হইত। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় উঠিয়া যায় এবং তাহাদের আবাসগৃহ রাজকীয় সম্পত্তি স্বরূপ বাজেয়াপ্ত হয়। কালক্রমে এই বাটী Lord North এর সম্পত্তিতে পরিগণিত হয়।

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থ ইহা Duke of Norfolkএর নিকট বিক্রয় করেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব সময়ে Thomas Sutton নামক একজন সঙ্গতিপন্ন সৈনিক ঐ বাটী ক্রয় করেন। তিনি ঐ বৃহৎ অট্টালিকা দুইটি মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করিতে মনন করিয়া বিস্তর সম্পত্তি কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিলেন। উদ্দেশ্য দুইটি এই (১) সম্ভ্রান্ত বংশজাত বৃদ্ধ ও সঙ্গতিহীন লোকের জন্য সেবাসদন স্থাপন, (২ সম্ভ্রান্ত পরিবারে জাত দরিদ্র বালকদিগের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ১৬১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর এই সেবাসদন ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত তারিখের পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। ক্রমে সেবাসদনটি উঠিয়া গিয়া Charter House একটি উৎকৃষ্ট Public Schoolএ পরিণত হয়। সম্ভ্রান্ত বংশীয় দরিদ্র ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠাতা Thomas Sutton অনেকগুলি বৃত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। এরূপ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদিগকে "Gown boy Foudationer" অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতার বৃত্তিধারী ছাত্র বলা হইত। আমাদের Baden Powell এরূপ একজন Gown boy Foundationer ছিলেন।

তাঁহার ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন Dr. Haig Brown ইনি কঠোর প্রকৃতির হেড্‌মাষ্টার বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলী তাঁহাকে প্রগাঢ়

শ্রদ্ধা করিতেন। বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ইহার মানব-গঠন উদ্দেশ্যের আরও প্রসারের জন্য, ইহাকে নগরের লোকারণ্য হইতে স্থানান্তরিত করিয়া, পল্লীতে মুক্ত বাতাসে স্থাপিত করিতে হইবে।

তাঁহার প্রস্তাবিত স্থান পরিবর্ত্তন ব্যাপারে নানারূপ ওজর আপত্তি ও অন্তরায় উপস্থিত হইল, কিন্তু Dr. Haig অবিচলিত রহিলেন। পরিণামে তাঁহার কল্পনাই কার্য্যে পরিণত হইল, এবং Charter House বিদ্যালয় Godalming নামক পল্লীতে স্থানান্তরিত হইল (১৮৭২ খৃঃ অঃ)

বালকদের মতি পরিবর্ত্তনশীল একথা সত্য, কিন্তু পুরাতন ছাড়িয়া নূতন কিছু করিতে হইলে অনেক বালকই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। Charter House বিদ্যালয় যখন নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়, তখন ছাত্রদিগকেও নানাবিষয়ে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। "যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না", রক্ষণশীলতার এই কথা কয়টি তখন অনেক বালকের হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল, এবং নূতন অট্টালিকা, নূতন শ্রেণী কক্ষ, নূতন সাজ সরঞ্জাম অনেক বালকের নিকট ভাল লাগিল না, কেহ কেহ ইহাতে প্রকাশ্যে বিরক্তি প্রকাশও করিতে লাগিল। কিন্তু পাওএল সে প্রকৃতির বালক ছিলেন না। Dr. Haig Brown বলিয়াছেন,—"আমাদের এই টানাহেচ্‌ড়ার সময়

পাওএলকে বড় কাজের ছেলে পেয়েছিলুম। তার অসাধারণ বুদ্ধি ও চমৎকার উদার ভাব দে'খে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। অনেক বালক স্বভাবতঃ এত রক্ষণশীল যে জীবন-যাত্রার কোনরূপ নূতন পথে অভ্যস্ত হ'তে তাদের বড় কষ্ট হয়, কিন্তু পাওএল এরূপ ছিল না। এখন যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের নেতা, তখনও সে বালকদলের নেতা হ'য়ে আমাদের সাহায্য করেছে।"

যে বয়সে বালকেরা স্কাউটমন্ত্রে দীক্ষিত হয়, ঠিক সেই বয়সেই পাওএল Charter House এ অধ্যয়ন করেন। ছাত্র-জীবনে তিনি নিজে কিরূপ প্রকৃতির ছিলেন, ঐ সময়ে তিনি নিজে কি করিতেন, কিসে তাহার আনন্দ লাভ হইত, ঠিক ঐগুলিই তিনি বর্ত্তমান স্কাউটদের মধ্যে বিকশিত দেখতে চান কিনা, এ সকল জানিতে পাঠকদিগের নিশ্চয়ই আগ্রহ হইবে। সুতরাং তাহার ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

পাওএলের সমসাময়িক Charter House এর একজন পুরাতন ছাত্র লিখিয়াছেন—"Charter Houseএর ছাত্রদলকে একটি উচ্চ ভাবাপন্ন, সুনিয়ন্ত্রিত, সুখী সম্প্রদায় বলা যে'তে পারে। ভবিষ্যৎ চীফ্ স্কাউট ১৩ বৎসর বয়সে এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিলেন—মাঝার রকমের চেহারা, মাথায় কোকড়ান লাল চুল, গায়ের রং অনেকটা কটা, মিটি মিটি চক্ষু দুটি—বন্ধু লাভ তাহার সহজেই ঘটিত। এটা সম্ভবপর যে

এখানে আসিয়া তিনি প্রথম প্রথম নূতন জীবন-যাত্রায় বড় আনন্দ ভোগ কর্ত্তে পারেন নাই। এখানকার কাণ্ডকারখানা তার মোটেই ভাল লাগিতে পারে না—অবশ্য প্রথম কয়েকটা দিন। সহচরদের ঘুষিটা, লাথিটা, তাকে অগোচরে হজম কর্ত্তেই হয়েছে, এবং এভাবটা শিখে নিতেও তার একটু সময় লেগেছে। কিন্তু ছোট পড়ুয়া রূপে তিনি যেরূপ কাজ করেছেন, এজন্য তাকে প্রশংসা কর্ত্তেই হবে। তার মত বৃত্তিধারী ছেলেকে অন্য একজন বড় ঘরের ছেলের সেবা কর্ত্তে হয়। সকালে বিকালে জলখাবার তৈরী করা, পরিবেশন করা, এসকল ছোট পড়ুয়ার কাজ। অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করেছি, ঐ বড় ঘরের ছেলেটি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি রকমের উপকরণ দি'য়ে জলখাবার খেয়েছেন। ঐগুলি পাওএল নিজের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগে তৈরী কর্ত্তেন, অথবা সন্ধান ক'রে সংগ্রহ কর্ত্তেন। ছাত্র-জীবনের এই উদ্ভাবনী শক্তি, এই অনুসন্ধিৎসাই, ভবিষ্য জীবনে Scoutingএ ব্যবহার ক'রে, তিনি মানবের কল্যাণ সাধন কর্ছেন। অনেক সময় দেখা যেত বিকালে ৬টার পর একদল ছেলে লিখিবার ঘরে বড় আগুনের কুণ্ডের চারিধারে সমবেত হয়েছে, আর পাওএল ঠেলাঠেলি করিয়া রুটী টোষ্ট করিবার কাটাটি আগুনের ধারে ভাল জায়গায় রে'খে গেলেন। এখানে তিনি অনেক কৌশল শিখে ফেল্লেন, যা দিয়ে ভবিষ্য জীবনে অনেক মহৎ কাজ করেছেন।"

পাওএল চিরপ্রফুল্ল, উন্নত বপু ও সর্ব্ববিষয়ে পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তার অন্তরে নীচতা বা সঙ্কীর্ণতা দেখা দিত না। কথায় কথায় শপথ করা অথবা কুৎসিত বিষয়ের আলোচনায় তিনি কখনও যোগদান করিতেন না। সারা ছাত্র-জীবনে তিনি সতীর্থ মহলে একটি সৎপ্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা সহজে লোকের বোধগম্য হইত না। কথোপকথন সময়ে কখন যে তিনি হাসিতামাসা করিতেছেন, এবং কখন বা গম্ভীর ভাবে কথা বলিতেছেন, ইহা বুঝিতে একটু মস্তিষ্কের অনুশীলন করিতে হইত। এজন্যই তাহাকে চিনিয়া লইতে একটু বেগ পাইতে হইত। বিদ্যালয়ে কাহারও সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব লাভ হয় নাই, তবে তিনি সকলের সুপরিচিত ও সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি হাস্যরসিক ছিলেন; বিভিন্ন মানব চরিত্রের অনুকরণ ও অভিনয় করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এজন্য ছাত্রমাত্রই তাঁহাকে ভালবাসিত, এবং সম্মান করিত। আবার তাঁহার একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্টও ছিল—অনেকে মনে করিত পাওএলের খেয়াল যেন একটু অদ্ভুত রকমের।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে পাওএল একজন নামজাদা ছাত্র ছিলেন না; তবে শিক্ষাবিষয়ে তিনি ক্রমশঃই উন্নতির দিকে যাইতেছিলেন। শুধু লিখন পঠনে নয়, বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রকার কাজকর্ম্মে তিনি আসক্তি প্রকাশ করিতেন।

চলিত কথায় যাকে পুস্তকের কীট বলে (book-worm), পাওএল তেমন ছাত্র ছিলেন না। পক্ষান্তরে খেলাধূলা লইয়াও তিনি মত্ত থাকিতেন না। অলসভাবে সময় কর্ত্তন তাহার মোটেই পছন্দ হইত না। বিদ্যালয়ের সকলপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকে তিনি যোগদান করিতেন, কিন্তু পাণ্ডা ছিলেন না কোনটাতেই। যে বৎসর তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, সে বৎসর তিনি স্কুলের ফুটবল খেলোয়ার দলের একাদশ জনের একজন হইয়া খেলিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সনের School Magazineএ তাঁহার বিষয় লিখিত হইয়াছে—"ভাল গোলকিপার—মেজাজ সব সময় শান্ত"। বিদ্যালয়ে শিক্ষানবিসী সৈনিকদল ("School Caded Corps"), ও শিক্ষানবিসী শিকারীদল (Rifle team) ছিল, পাওএল উহাতেও যোগদান করিতেন। ১৮৭৪ অব্দে বিলাতের পাবলিক স্কুল সমূহের শিকারীদলের ছেলেদের লক্ষ্যভেদ কৌশলের প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় একমাত্র পাওএলই লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পাওএল এর বিশেস কৃতিত্ব ছিল অভিনয় দক্ষতায়। বিদ্যালয়ে অভিনেতা বলিয়া তাঁহার একটা নামও ছিল। যৌবনে কর্ম্মজীবনে তিনি অভিনয় করিয়া অনেকের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছেন। অভিনয় প্রতিভা তাঁহার জীবনে এমন সুন্দরভাবে বিকশিত হইয়াছিল যে, অনেক ঝঞ্ঝাটের সময় তিনি শুধু অভিনয় করিয়া নিজকে এবং বন্ধুবর্গকে শান্তি দান

করিতেন। হেড্মাষ্টার Dr. Haig Brown তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প করিয়াছেন, "একবার বিদ্যালয়ে অভিনয় হচ্ছিল, যথাসময়ে একজন অভিনেতা ছেলেকে পাওয়া গেল না; একমিনিট, দুমিনিট যায়, অভিনেতাকে রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় না, আর উপায় নাই—দর্শকের গ্যালারিতে ছেলেগুলি অধীর হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও অধীর হয়ে উঠলুম; এমন সময় দেখি এককোণে পাওএল বসে রয়েছে। আমি ডেকে বল্লুম, 'পাওএল, ষ্টেজে গিয়ে দাঁড়াও, যা হয় একটু কিছু এক্ট করে, ছেলেদের গোল থামিয়ে দাও'। পাওএল তাড়াতাড়ি রঙ্গমঞ্চে ঢুকে ব্যঙ্গ অভিনয় আরম্ভ কর্লেন—এক বালক ফরাসী ভাষায় শিক্ষকের নিকট পাঠ নিতেছে। পাওএল ছাত্র ও শিক্ষকের অভিনয় এমন সুন্দর ভাবে কর্লেন যে, দর্শকের গ্যালারিতে হাসির ফোয়ারা ছুট্‌ল।" চীফ্ স্কাউট সকলকে 'Resourceful' (প্রত্যুৎপন্নমতি) হইতে বলেন, তাঁহার নিজের জীবনে তিনি অনেকবার এরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্যঙ্গ কৌতুক, অভিনয়, অনুকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পাওএল যেরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, বাঁশী, পিয়ানো প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেও তাঁহার অধিকার ছিল। আবার রঙ্গ কৌতুকের চিত্রাঙ্কনেও তিনি বিশেষ ওস্তাদ্ ছিলেন। এ সকল গুণের সমন্বয়ে তিনি ছাত্রমহলে বড় আদর লাভ করিতেন। বিদ্যালয়ে তাহার ডাকনাম ছিল Bathing Towel. অবসর সময়ে

তিনি রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্য কারিগরের সঙ্গে মিশিয়া ইষ্টক নির্ম্মাণ, ইমারতের মসল্লা গঠন প্রভৃতি বিষয়েও কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ অব্দে তিনি যখন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহাকে ক্লাশের Monitor করা হয়। Monitor এর কার্য্য তিনি এমন সুন্দরভাবে সম্পাদন করেন যে লোকে তখনই বুঝিতে পারিল, ভবিষ্যতে ইনি মানবদলের নেতা হইতে পারিবেন। Patrol Leader গণের শিক্ষা ও কার্য্য-পটুতার উপরই স্কাউট ট্রুপের সাফল্য নির্ভর করে, একথা চীফ্ স্কাউট পুনঃ পুনঃ বলেন, কারণ তিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন যে Monitor রূপে তিনি কি কি কাজ করিতে পারিতেন, এবং কি কি কাজ করিয়াছিলেন।

পাওএলের ন্যায় এতগুলি ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের সম্ভবপর নহে। কিন্তু ভগবান্ প্রত্যেক মানুষকেই কিছু না কিছু ক্ষমতা দিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তি সমূহের সদ্ব্যবহার ও সদনুশীলন না করিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। চীফ্ স্কাউট আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, শুধু কতকগুলি ভগবৎ-প্রদত্ত সদ্‌গুণের অধিকারী বলিয়া নয়, তিনি যে গুণরাশির অনুশীলন করিয়া উহাদিগের সম্যক্ পরিবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়া এগুলিকে মানব-সমাজের কল্যাণে নিযুক্ত করিয়াছেন, এজন্যই তিনি আমাদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদের পাত্র।

নানারূপ সাহসিক অভিযান করা, পথঘাট, বনজঙ্গল চেনা, কোথায় কি আছে চোখ মেলিয়া দেখা, বনে জঙ্গলে, জলে স্থলে থাকিবার স্থান করা, শিবিরে রাত্রি যাপন, শত্রুর অনুসরণ, শত্রুকে ফাঁকি দিয়া অন্যদিকে পলায়ন, ইত্যাদি কাজ Scouting এর অন্তর্গত। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়ই পাওএল এগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "চার্টার হাউসের নূতন বাড়ীতে অধ্যয়ন কালে আমরা সময় সময় খরগোসের ফাঁদ পাতিতাম। কখন কখন গোপনে বুনো মানুষের মত আগুন জ্বালিয়া ২।১ টা খরগোস রাঁধিয়া খাইতাম। কুঠার দিয়ে গাছ কাটা, কাঠ চেরা, বনে জঙ্গলে পশু পক্ষীর অলক্ষ্যে চলা, পায়ের চিহ্ন গোপন করিয়া হাটা, গাছে চড়া প্রভৃতি অনেক কাজ আমি ঐ সময় শিখিয়াছি। চার্টার হাউসের ঐ সকল প্রাথমিক শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে আমার অনেক উপকারে আসিয়াছে। একথা সত্য যে ক্রিকেট, ফুটবল ও অন্যান্য খেলাও ছাত্রাবস্থায় খুব অভ্যাস করিয়াছি, কিন্তু বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সে অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। বাল্যজীবনের স্মৃতির সহিত সেগুলি জড়িত আছে, কিন্তু বনেজঙ্গলে শিকার করিতে গিয়া যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, চিরদিন তাহা আমার মনে থাকিবে ও আমাকে আনন্দদান করিবে।"

চীফ্ স্কাউটের লিখিত "Scouting for Boys" নামক পুস্তকের পরিকল্পনা কোন্ সময়ে কি ভাবে হইয়াছিল,

এবিষয়ে নানারূপ বাদানুবাদ শুনা যায়। কেহ বলেন, Sir Robert যখন দক্ষিণ আফ্রিকার মেফিকিং নগরে আবদ্ধ ছিলেন, তখন একল্পনা আসে; কেহ বলেন, শান্তি সময়ে শিবিরে অবস্থান কালে তিনি একল্পনা করেন; কেহ বলেন, Brown Sea Islandএ ক্যাম্প করিতে যাইয়া তিনি এ কল্পনা গঠন করেন। কিন্তু পাঠকবর্গ চীফ্ স্কাউটের ছাত্র জীবনের কাহিনী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন Scouting for Boys এর পরিকল্পনার মূলে Charter House বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা কতদূর আছে!

ভারতীয় বেশে চীফ্ স্কাউট

তৃতীয় অধ্যায়

সৈন্য বিভাগে যোগদান—ভারতে আগমন

চার্টার হাউসের পাঠ সমাপ্ত করিয়া পাওএল বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা জর্জ্জ অক্সফোর্ডের Balliol College এর একজন কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। উক্ত কলেজে ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ হইয়াছে কিনা, এজন্য পাওএলকে পরীক্ষা দিতে হইল। Dr. Jowett পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে অনুপযুক্ত মনে করিলেন। ইহাতে পাওএল এর মনে খুব কষ্ট হইল, এবং তিনি প্রাইভেট্ ছাত্ররূপে তথায় ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল।

একদিন তিনি এক বিজ্ঞাপনে দেখিলেন যে সৈনিক বিভাগে সরাসরি "কমিশন" পাইবার জন্য একটী প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইবে। পাওএলের মনের বল এতটা

ছিল না যে তিনি একবারেই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবেন। যাহা হউক যথাসময়ে পরীক্ষা দেওয়া গেল। বহু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনি অশ্বারোহী সৈন্যদলের জন্য দ্বিতীয়, এবং পদাতিক সৈন্য-দলের জন্য চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেন। উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে দুই বৎসরের জন্য Sandhurst সৈনিক কলেজে শিক্ষালাভ করিতে হইল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম ছয় জনকে Sandhurst এর প্রাথমিক শিক্ষা হইতে রেহাই দিলেন। জুন মাসে স্কুল ছাড়িয়া সেপ্টেম্বর মাসেই পাওএল সৈন্য বিভাগে কমিশন পাইলেন, এবং একই সময়ে নিযুক্ত অন্যান্য যুবকদিগের দুই বৎসরের "Senior" হইয়া গেলেন। এখানেই ভাগ্যলক্ষ্মী প্রথমতঃ তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রসার করিলেন।

সৈনিক বিভাগে যোগদান করিবার জন্য বন্দোবস্ত তাড়াতাড়ি করিতে হইল, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে এক দুর্ভাবনাও আসিয়া পড়িল। এতদিন পাওএলের শিক্ষার জন্য পরিবারের কোন অর্থব্যয় করিতে হয় নাই। এক্ষণে সৈনিক চাকুরীর allowance হইতে তাঁহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে কিনা, এই প্রশ্ন সকলকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পাওএল বলিলেন allowance এর টাকাতেই খরচ নির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু বিলাতে অশ্বারোহী সৈন্যদলের কর্ম্মচারীদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। বিলাত অপেক্ষা ভারতে বেতনের হার বেশি, কিন্তু ভারতে প্রাথমিক সাজসরঞ্জাম বাবত খরচ

বেশি হইয়া থাকে। যাহা হউক উনিশ বৎসর বয়সে পাওএল ভারত যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োদশ সংখ্যক Hussars নামক অশ্বারোহী সৈন্যদলের Sub-Lieutenant পদে তাঁহার নিয়োগ সামরিক গেজেটে প্রকাশিত হইল। পাঠক ইংরেজী সাহিত্যে "Charge of the Light Brigade" কবিতাটি পড়িয়া থাকিবেন। Balaclava যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ 13th Hussars সৈন্যদল, ইতিহাস প্রসিদ্ধ Light Brigade সৈন্যদলের দক্ষিণ পার্শ্বের বাহিনী গঠিত করিয়াছিল। এই সৈন্যদল তখন ভারতের লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থিতি করিতেছিল। তদানীন্তন সেনাপতি ছিলেন Colonel John Miller.

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর *Serapio* নামক জাহাজে চড়িয়া Hussar Powell ভারত যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডের Portsmouth বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িল। এখন হইতে মাতা ও পুত্রের বিচ্ছেদ হইল, কিন্তু পুত্রস্নেহ ও মাতৃভক্তি এই উভয় গুণের সমন্বয়ে সুফল ফলিতে লাগিল। পুত্র বিদেশে থাকিয়া প্রতিদিন স্মরণলিপি লিখিতেন এবং অবসর মত তাহা মাতার নিকট প্রেরণ করিতেন। মাতাও উহা পাঠ করিয়া আংশিকভাবে পুত্রের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতেন এবং তাঁহাকে উপদেশ দিয়া চিঠিপত্র লিখিতেন। ১২ই নবেম্বরের স্মরণলিপি হইতে জাহাজে তাহার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের একটু বিবরণ দেওয়া যাইতেছে:—

"সকালে ৭টার সময় জাগিয়া মোটা কোট ও চটি পরিয়া স্নানাগারে যাই, এবং আমার পালা না আসা পর্য্যন্ত স্নানের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকি। পৌণে আটটার সময় কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হই, এবং সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করি। তারপর প্রাতরাশ—ডিম, কাফি, রুটি, ঠাণ্ডা মাংস, মটন চপ্, মাছ ইত্যাদি। সাড়ে দশটায় Parade হয়, আমি ৬৮ সংখ্যক রেজিমেণ্টের দলে মিশে যাই। ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ডেকের উপর বসিয়া ব্যাণ্ড বাজনা শুনি। ১২॥ টায় জলযোগ—রুটি, পনির, সালাদ ও বিয়ার। ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নানারূপ খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি। ৪টার সময় Dinnerএর পোষাক পরিয়া ৪॥ টায় Dinner খেতে হয়। ৬টার সময় ফ্রক্‌কোট পরিয়া গান শোনা। আটটার সময় চা, রুটি, মাখন ও জ্যাম খাওয়া। সাড়ে আটটা হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ডেকের উপর পায়চারি ও মহিলাদের সহিত কথোপকথন, তারপর নিদ্রা।"

পাঁচ সপ্তাহ কাল সমুদ্র ভ্রমণ করিয়া ৬ই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে সাতটার সময় আমাদের নূতন সৈনিক ভারতে পদার্পণ করিলেন।

লক্ষ্ণৌ নগরে এক মাস অবস্থিতির পর তিনি মাতার নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার সৈনিক জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী জানা যাইবে।

আমার দিন নিম্নলিখিত ভাবে কাটে—সাড়ে সাতটার সময় বেহারা আসিয়া আমাকে ঘুম হইতে জাগায়, এবং খিদ্‌মদ্‌গার ছোট হাজিরি লইয়া আসে—এক রেকাব মাখন মাখা রুটীর টুক্‌রা ও এক পেয়ালা চা। তারপর উভয়েই সেলাম করিয়া চলিয়া যায়। আমি মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া স্নান করি। এদিকে বুড়া বেহারা শয়ন গৃহের দরজার বাহিরে অপেক্ষা করিতে থাকে; সে আমার পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া দেয়, এবং বেশভূষা হইলেই আমি ঘোড়ায় চড়ি, সঙ্গে সঙ্গে সহিসও যায়। আমি আস্তে আস্তে Riding Schoolএ যাই। এটা বিদ্যালয় নয়, ৪ ফিট্ উঁচু মাটীর দেওয়ালে বেষ্টিত একটা খোলা জায়গা। এখানে আমরা ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত অশ্বারোহণ অভ্যাস করি। দশটার সময় খাবার ঘরে গিয়া প্রাতরাশ করি। তোমরা বিলাতে যা' খাও, আমরা ভারতেও তাই খেয়ে থাকি—আমার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন খিদ্‌মদ্‌গার আছে। তারপর বাংলায় ফিরে যাই (খাবার ঘর হইতে ২০০ গজ দূরে)। সেখানে গিয়া মোটা কোট পরি। ১১॥০ সময় ঘোড়ায় চড়িয়া আমার ট্রুপের (B. Troopএর) আস্তাবলে যাই। পৌণে একটা পর্য্যন্ত এখানে পায়চারি করিতে হয়, সকল সময় লক্ষ্য রাখ্‌তে হয় ঘোড়াগুলির ডলাইমলাই ভাল হচ্ছে কিনা। একটার সময় বাঙ্গলায় ফিরিয়া দেখ্‌তে হয় জামা, কাপড়, বিছানা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ভালরূপে

গুছানো আছে কিনা। তারপর অন্যান্য অফিসরদের সহিত Orderly Room এর বাহিরে গিয়ে বসি, কি জানি কর্ণেল যদি কোন কথা বলিবার জন্য ডাকেন, এজন্য প্রতীক্ষা কর্ত্তে হয়। ২টার সময় ঘোড়ায় চড়িয়া খাবার ঘরে গিয়া জলযোগ করি। জলযোগান্তে পুনরায় বাঙ্গলায় আসিয়া পোষাক পড়িয়া তলোয়ার লইয়া Barrackএ যাই। ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত তলোয়ার খেলা ও ড্রিল হয়। ৪॥টার সময় বাঙ্গলায় ফিরিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া ভ্রমণে বাহির হই। ৭॥টার সময় ডিনার খেতে হয়। ১০টার সময় বিছানায় শয়ন।"

নূতন সৈনিক কিছুদিনের মধ্যেই উক্তরূপ রুটিন বাঁধা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথম যাত্রায় তিনি দুইবৎসর ভারতে ছিলেন। এসময় যখন যাহা ঘটিয়াছে, তিনি মা'র নিকট লিখিয়াছেন। নিজের সুখ, দুঃখ, কৃতিত্ব, প্রশংসা, নিন্দা সকল কথাই তিনি মার নিকট খুলিয়া লিখিতেন। গবর্ণমেণ্ট হাউসের্ এক প্রীতি-সম্মিলনে গান গাহিয়া ও অভিনয় করিয়া তিনি যে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, একথা তিনি মা'কে লিখিলেন। ভারতের কোন দৃশ্য বা পোষাক পরিচ্ছদ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ছবি বা নক্সা আঁকিয়া মা'কে বুঝাইয়া দিতেন। মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাবও মা'র নিকট পাঠাইতেন।

এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। বিলাত হইতে যাহারা শিক্ষানবিশ অফিসর হইয়া ভারতে আসেন, তাহাদের

অধিকাংশই বড় ঘরের সন্তান। তাহারা allowance এর টাকার উপর নির্ভর করে না। মাসে মাসে বাড়ী হইতে তাহাদের সাহায্য আসিয়া থাকে। এ সময়ে শিক্ষানবিশ কর্ম্মচারিগণ বাড়ীতে পিতামাতার নিকট যে চিঠি লিখেন তাহার মর্ম্ম "আমাকে আরও টাকা পাঠাও, খরচ কুলায় না।" আমাদের পাওএল মা'কে লিখিতেন, "আমাকে আরও হাসির গান পাঠাও।" নাটক ও গানের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। বাড়ীর লোকেরা তাঁহার ফরমাস্ যোগাতে অনেক সময় অসমর্থ হইতেন। পাওএল লিখিতেন, "ঐ গানটার বিষয় কিছু লিখ নাই কেন, ঐ গানটার জন্য আমি বড় ব্যস্ত"।

মিতাচার ও মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে পাওএল বড়ই সতর্ক ছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করা মাতার পক্ষে অসম্ভব, এজন্য তাঁহাকে আহার বিহারে খুব মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে হইত। কিন্তু তিনি কখনও অর্থের অনটন ভোগ করেন নাই, অথবা বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট নিজকে খাট মনে করেন নাই। তিনি আহার বিহারে নিজের ইচ্ছামত চলিতেন বলিয়া বন্ধুগণও কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। এক চিঠিতে পাওএল মাকে লিখিয়াছিলেন—"মনে হচ্ছে না তোমাকে লিখেছি কি না যে আমি চুরুট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এতে মাসের মধ্যে একটা মস্ত খরচ বেঁচে গেছে।" অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "ডিনারের সময় আমি মাত্র এক-

গ্লাস সোডা ও শেরী খাই। আমার বন্ধুগণের অনেকেই ঝক্‌ঝকে রুপার পাত্র ভরে 'ক্লারেট্' খায়, আমি কিন্তু ঐ সামান্য সোডা খেয়েই বেশ্ ভাল আছি। আমারও ইচ্ছা হয়, ঐ রূপার পাত্রে ক্লারেট খাই, কিন্তু মাসকাবারে খরচের বিলের কথাটা ভে'বে দেখি। সামান্য পানীয় গ্রহণ ক'রে, এবং ফলফুলুরি পরিমিতরূপে খে'য়ে আমি খরচের মাত্রা অনেক কম করি। তারপর দুপুর বেলায় খাবার ঘরে কাটাই বলে আমার পাখাটানা কুলীর খরচও লাগে না। এতেও আমার মাসে মাসে ২০৲ টাকা খরচ বেঁচে যায়। গতমাসে আমার বিল হয়েছিল ১৭৫৲ টাকা, তারপরের কম বিলই হইয়াছিল বন্ধু Diamond এর—পার্থক্যটা দেখ্‌বে, আমার ১৭৫৲ আর Diamond এর ২৭৫৲।"

আমাদের চীফ্‌স্কাউটকে বলা হয় যে তিনি 'Born leader of men',—মানুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চার্টার হাউস বিদ্যালয়ের স্থানপরিবর্ত্তন সময়ে ও ক্লাসের Monitor রূপে তিনি যে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, ভারতে আসিয়াও তাহাই প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আদেশ দাতার কাজ (work of commanding) তাহার নিকট স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইত, এবং ইহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ মোটেই ছিল না। লক্ষ্ণৌ আসিয়া কার্য্যে যোগদানের তিনদিন পরেই তাঁহাকে সৈন্যদলের কুচ্‌কাওয়াজ পরিদর্শন করিতে হইল।

তখন প্রত্যেক ইংরেজ সৈনিককেই কোমরের চারিদিকে একটা মোটা ফ্ল্যানেলের কটিবন্ধ জড়াইতে হইত। ইহার নাম ছিল *Cholera Belt.* এই গরম ও অপ্রীতিকর জিনিষটা যাহাতে পরিধান করিতে না হয়, এজন্য সৈন্যেরা প্রায়ই নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিত।

সৈন্যদল দুই সারিতে দণ্ডায়মান। Sub-Altern Powell প্রথম সারির প্রত্যেক সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে-ছেন। সৈনিক সার্ট খুলিয়া কোমরের Cholera Belt তাঁহাকে দেখাইতেছেন। এমন সময় তিনি গোপনে লক্ষ্য করিলেন, একজন সৈনিক সম্মুখের সারি হইতে চুপে চুপে পশ্চাতের সারিতে চলিয়া গেলেন। নূতন Sub-Altern তাহাকে কিছু বলিলেন না। প্রথম সারির পর্য্যবেক্ষণ শেষ করিয়া তিনি দ্বিতীয় সারির সম্মুখীন হইলেন। তারপর একটু মুচ্‌কি হাসির সহিত বলিলেন, "Hard-castle, (পূর্ব্বোক্ত সৈনিকের নাম, কেবল মাত্র ইহাকেই তিনি চিনিতেন) তোমার কোমর পটির রং কিরূপ দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, এদিকে এগিয়ে এসো দেখি।" বেচারা Hard-castle ভ্যাবাচাকা খাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সার্ট খুলিলে দেখা গেল তার কোমরে Cholera Belt নাই। অমনি সৈন্যদলে হাসির রোল উঠিল; অপরাধীর শাস্তি হইল পুনরাদেশ পর্য্যন্ত কোমরে ২টা বেল্ট্‌ জড়িয়ে রাখ্‌তে হবে।

একবার ভাবিয়া দেখ। যদি নূতন Sub-Altern

এক্ষেত্রে ভুল করিয়া বসিতেন, Hard-castle এর কোমরে যদি সত্য সত্যই বেল্ট্ থাকিত, তা হ'লে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইত। নূতন Sub-Altern কিরূপ অপ্রস্তুত হইতেন, তাঁহার প্রতি সৈন্যদেরই বা কি ধারণা জন্মিত, এবং কর্ম্ম-জীবনের এই সামান্য ভুলটুকুই, তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে কত অন্তরায় হইত।

ভারতে দুই বৎসর থাকিতে না থাকিতেই পাওএলের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে লাগিল। একে ত তাহাকে সৈন্যাধ্যক্ষের কঠোর কাজে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত, তারপর মজ্‌লিসে, বৈঠকে এই নূতন লোকটি না থাকিলে আসর জমিত না। হাসির গান, ব্যঙ্গ কৌতুক, অভিনয়, এ সকল ব্যাপারে পাওএল না হইলে চলিত না। অন্যদিকে আহারে বিহারে তিনি নিতান্ত সাদাসিদে ছিলেন। একারণেই ভারতে অধিষ্ঠান তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

১৮৭৮ অব্দে তিনি বিভাগীয় পরীক্ষা দিলেন। সে সময় তিনি প্রবল জ্বরে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু ফল প্রকাশিত হইলে দেখা গেল তিনি First class পাইয়াছেন, এবং Surveying এর জন্য অতিরিক্ত 'E' certificate পাইয়াছেন। বলা কর্ত্তব্য যে, সে বৎসর ভারতে Surveying এর জন্য আর কেহ সার্টিফিকেট পায় নাই। পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ দুই বৎসর পূর্ণ হইতেই তাঁহাকে Lieutenant এর কমিশন দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য খুব খারাপ হওয়ায়, তিনি ডাক্তারের পরামর্শে ছুটি লইয়া বাড়ী রওনা হইলেন। ১৮৭৬ সনের ৬ই ডিসেম্বর Serapis জাহাজে তিনি ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ১৮৭৮ সনের ৬ই ডিসেম্বর পুনরায় Serapis জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাত্রা করিলেন।

———

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতে পুনরাগমন—আফগানিস্থানে Maiwandএ যুদ্ধ—কোয়েটা ও মথুরায় অবস্থিতি—Kadir cup জয়লাভ

আমাদের চীফ্ স্কাউট্ যখন ভারতে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন লর্ড লিটন্ ভারতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লর্ড লিটন্ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি ঘোষণা করেন। সে সময় দিল্লীতে যে সকল সৈন্যদল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত আমাদের যুবক Sub-Altern Powell উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না জানা যায় না, কিন্তু লর্ড লিটনের শাসন সময়ে যখন আফগানিস্থানের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন পাওএলকে ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করিতে হইয়াছিল।

অবসর সময়ে পাওএল বিলাতে দেড় বৎসর ছিলেন। এই অবকাশে Hythe নামক স্থানে বন্দুক চালনা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি First Class সার্টিফিকেট্ লাভ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া তিনি Serapis জাহাজে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। ভারত ভূমিতে পদার্পণ করিয়াই জানিতে পারিলেন যে তাঁহার 13th Hussar সৈন্যদল Sir Baker Russelএর নেতৃত্বে কান্দাহার চলিয়া গিয়াছে। তিনি ১৮ই নভেম্বর কান্দাহার যাত্রা করিলেন এবং Kokoram নামক স্থানে সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলেন।

ইহার পূর্ব্বেই আফগানিস্থানে যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। ভারতের তদানীন্তন সেনাপতি Sir Frederick Roberts কাবুল দখল করিলেন, কিন্তু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনি কাবুলে অবরুদ্ধ হইলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী Maiwand নামক স্থানে একদল ইংরেজ সৈন্য আফগানদিগকর্ত্তৃক পরাজিত হইল। এই পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া Sir Frederick Roberts সকল বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া কাবুল হইতে যাত্রা করিলেন, এবং অসীম সাহসের সহিত ৩১৩ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া কান্দাহারে উপস্থিত হইলেন। এখানে আফ্গান সৈন্যের পরাজয় হইল। Sir F. Robertsএর এই কান্দাহার অভিযান ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয়

ঘটনা। এই অসীম সাহসিক কার্য্যের জন্য তিনি Earl Roberts of Kandahar উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কান্দাহার দখল করিতে ভারত হইতে যে সকল সেনাদল প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 13th Hussar দলও ছিল।

কান্দাহারে অবস্থান কালে একদিন সৈন্যদলের Sergeant Majorএর একটা প্রিয় অশ্ব ঝড়বৃষ্টিতে ভয় পাইয়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া যায়। অনেক অনুসন্ধানেও তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। পাওএল একথা জানিয়া পাহাড় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বিচরণ করিয়া অনেক্ কষ্টে ও বুদ্ধিকৌশলে অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া উহার সন্ধান করিলেন এবং উহাকে লইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। পাওএলের মধ্যে যে একটা অনন্যসাধারণ ক্ষমতা আছে, ঐদিনের কৃতকার্য্যতা হইতেই লোকে তাহা বুঝিতে পারিল।

কান্দাহার হইতে সৈন্যদল কোয়েটা ফিরিয়া আসে। Kojak Passএর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে নিশীথ অভিযান সময়ে পাওএলের নিজের রিভলবার হইতে একটি গুলি তাঁহার পদে বিদ্ধ হয়, এবং তিনি দোলায় চড়িয়া কোয়েটা আসেন। এখানে তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ শয্যাশায়া থাকিতে হয়। এসময় তিনি চিত্র আঁকিয়া, হিন্দুস্থানী ভাষা শিখিয়া, ভবিষ্যতের জন্য ফরাসী ও পারস্য ভাষার

আলোচনা করিয়া, এবং আগামী কয়েক মাসের জন্য গান বাজনা ও অভিনয়ের মোহরা দিয়া সময় কাটাইতেন। কোয়েটা স্বাস্থ্যকর স্থান নহে। পাওএল বুঝিলেন যে এখানে সৈন্যগণ যদি যথেষ্ট কাজকর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদে লিপ্ত না থাকে, তবে উহারা ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িবে। এজন্য তিনি ও অন্যান্য সহযোগী কর্ম্মচারিগণ ঘোড়দৌড়, কনসার্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেন, সৈন্যদিগের বন্দুক চালনা শিক্ষার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। দেড় মাস কোয়েটায় থাকিয়া ৯০০ মাইল অভিযানের পর সৈন্যদল মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে আমাদের পাওএল পলো খেলা ও শূকর শিকারে মাতিয়া গেলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মাতার নিকট যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু শূকর শিকারের কাহিনীই থাকিত। বাস্তবিক Pigsticking খেলায় তিনি অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পাওএল 13th Hussar দলের Adjutant হইলেন এবং তাঁহাকে কাপ্তানের গ্রেডে প্রমোসন দেওয়া গেল। এই বৎসরই Pigsticking খেলায় তাঁহার সৈন্য দলের জয় হইল, এবং তিনি সুপ্রসিদ্ধ Kadir Cup লাভ করিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র ডিউক অব্ কনট্ মীরাটের সৈন্যাধ্যক্ষ (G. O. C.) রূপে ভারতে আগমন করিলে পাওএলকে তাঁহার দলে নিযুক্ত করা হইল।

এসময় পাওএল নিজ দলের আরও দুইজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ডিউক অফ্ কনটের সহিত Pigsticking খেলিতেন। ডিউক পত্নী হাতীতে চড়িয়া খেলা দেখিতেন। দেশ হইতে পাওএল জননী অনেক সময় পুত্রকে সতর্ক করিয়া চিঠি দিতেন যে, এই বিপদ-সঙ্কুল ব্যায়ামে তিনি যেন সর্ব্বদা লিপ্ত না থাকেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সৈন্যদের কুচ্-কাওয়াজের একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পাওএল অশ্বারোহী সৈন্যদলের Brigade Major নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে সময়টুকু পাওয়া যাইত, পাওএল তাহা শুধু খেলাধূলায়ই কাটাইতেন না। তিনি এসময় খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া এবং ছবি ও নক্সা আঁকিয়া বেশ দু'পয়সা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি Pigsticking সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিলেন, এবং Reconnoissance and Scouting নামে আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ Graphic পত্রিকায় তাঁহার অঙ্কিত অনেক ছবি ও নক্সা মুদ্রিত হইয়াছিল। সিমলা প্রদর্শনীতে তাঁহার অনেকগুলি ছবি ও নক্সা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পাওএল সময় সময় সিমলা, নৈনিতাল প্রভৃতি শৈল নিবাসে যাইতেন এবং তথায় নৃত্যগীত ও অন্যান্য সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগদান করিয়া বিশেষ সমাদর লাভ করিতেন। কিন্তু সৈনিকের কাজ করিয়া, শিবিরে থাকিয়া,

শিকার করিয়া ও Pigsticking খেলিয়া তিনি যেরূপ আমোদ পাইতেন, শৈল নিবাসে টেনিস্ খেলিয়া, অথবা চড়ুই ভাতি খাইয়া তেমন আমোদ পাইতেন না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আদেশ আসিল যে 13th Hussar সৈন্যদলকে দক্ষিণ আফ্রিকার নেটালে যাত্রা করিতে হইবে। Sir Charles Warrenএর সৈন্যদল তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বেচুয়ানালেণ্ডে অভিযান করিতেছিলেন; আবশ্যক হওয়ায় তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য Hussar দলের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

আদেশ প্রাপ্তির পরেই সৈন্যদলের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের ন্যায় কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তল্পি তল্পা বাঁধিয়া, ঘোড়া, আসবাব প্রভৃতি অনেক প্রিয় জিনিষ বিক্রয় করিয়া পাওএল আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে বলিয়া গেলেন, "আমি ঠিক সেখানে যাব বলেই মনে মনে আশা কর্চ্ছিলুম"।

পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকায়

চীফ্ স্কাউটের কর্ম্মজীবনের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার স্মৃতি নানারূপে জড়িত রহিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকাই তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্মভূমি ছিল। এখানেই তিনি তাঁহার যশঃ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জীবনী-পাঠককে দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ উপনিবেশ ও আদিম অধিবাসীদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগের বিবরণ ইংলণ্ডের লোকে খুব কমই জানিতেন। কিন্তু যখন লিভিংষ্টোন, বার্টন, ষ্ট্যান্‌লী প্রভৃতি ইংরেজ পর্য্যটকগণ আফ্রিকার নীল, কঙ্গো, জাম্বেসী ও অন্যান্য নদী বিধৌত প্রদেশ সমূহ আবিষ্কার করিলেন এবং আফ্রিকার স্বর্ণখনি সমূহের সন্ধান পাইলেন, তখন ইউরোপের বহুজাতীয় লোক আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। তদবধি

আমরা আফ্রিকায় ইংরেজ, জর্ম্মণ, বেলজিয়াম উপনিবেশের কথা শুনিতে পাই। ইংরেজেরা কেপ কলনিতে উপনিবেশ স্থাপন করিলে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার এক কমিটি রিপোর্ট করিলেন যে আফ্রিকায় উপনিবেশের মাত্রা বৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই, ইহার বহু পূর্ব্বে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওলন্দাজেরা সর্ব্বপ্রথম কেপ কলনিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইহা ইংরেজের হস্তগত হয়। আফ্রিকার কাফ্রি জাতি, ইংরেজ ও ওলন্দাজদিগের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ায়, উপনিবেশের উন্নতির পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আদিম ওলন্দাজ উপনিবেশকারগণের বংশধরেরা "বুয়র" নামে অভিহিত। বুয়র শব্দের অর্থ কৃষক। বুয়রেরা আফ্রিকার আদিম নিবাসীদিগকে বড় ঘৃণার চক্ষে দেখিত। কিন্তু ইংরেজের অধীনে থাকিলে হটেন্‌টট্ ও কাফ্রিগণ নানারূপ সুখ সুবিধা ভোগ করিতে পারিত। এই কারণে বুয়রেরা বিরক্ত হইয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বাড়ীঘড় ভাঙ্গিয়া, মালপত্র গাড়ী বোঝাই করিয়া অন্তরীপ উপনিবেশ ছাড়িয়া উত্তরদিকে চলিয়া যায়, এবং "নেটাল ও অরেঞ্জ নদী স্বাধীন রাজ্য" নামক উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা নেটাল অধিকার করেন। এই উপনিবেশ আফ্রিকার ভাল ও অরেঞ্জ নদীর মধ্য ভূমিতে অবস্থিত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কিম্বার্লি নামক স্থানের হীরকখনি

ও ট্রান্‌স্‌ভালের স্বর্ণ খনির সন্ধান পাওয়া গেলে, অনেক ইংরেজ খনিব্যবসায়ী ট্রান্‌স্‌ভালে আসিয়া উপস্থিত হইল। বুয়রেরা ইহা মোটেই পছন্দ করিল না; তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল নিজেরা এই খনিজ সম্পদ্‌ ভোগ করিবে এবং দেশীয় লোকদের প্রতি তাহারা যে দুর্ব্ব্যবহার করে, তাহা অন্য জাতিকে জানিতে দিবে না। ইহার নিকটেই কেটিওয়াও নামক একজন জুলু সর্দ্দারের রাজ্য ছিল। বুয়রদিগের সহিত তাহার প্রায়ই কলহ হইত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ট্রান্‌স্‌ভালে ভীষণ গোল-যোগ আরম্ভ হইল, দেশের মধ্যে অরাজকতা ও অর্থকৃচ্ছ্রতার অবধি রহিল না। এই সুযোগে দেশীয় লোকেরা বুয়রদিগের প্রতি প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিল। এসময়ে ইংরেজেরা মধ্যস্থ হইয়া ট্রান্‌স্‌ভাল দখল করিয়া লইলেন। দখলের সর্ত্ত এই হইল যে এদেশের চিরপ্রচলিত আইন কানুন অনুসারে ইহা শাসিত হইবে, এবং ইংরেজের অন্য কোন উপনিবেশের সহিত ইহার কোনও সংশ্রব থাকিবে না। ট্রান্‌স্‌ভাল নিজের দখল হইতে চলিয়া যাইবে, জুলু সর্দ্দার কেটিওয়াও ইহা পছন্দ করিল না, এবং নেটাল সীমান্তে লোকজন সংগ্রহ করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল। জুলুদিগের সহসা আক্রমণের ফলে ইংরেজসৈন্যের পরাজয় হইল। এদিকে বিলাত হইতে Sir George Wolseleyর অধীনে একদল সৈন্য আফ্রিকায় প্রেরিত হইল। কিন্তু ইহাদের আগমনের পূর্ব্বেই স্থানীয় ইংরেজ সৈন্যগণ জুলুদের

রাজধানী উলুণ্ডি আক্রমণ করিয়া কেটিওয়াওকে পরাজিত করিলেন। এইরূপে জুলুদেশ ইংরেজের অধিকৃত হইল।

ইতিমধ্যে বুঁয়রেরা ক্রুগার ও জুবার্ট নামক দুইজন প্রতিনিধিকে বিলাতে প্রেরণ করিল, এবং তাহাদের স্বাধীনতা যেন নষ্ট করা না হয়, এই মর্ম্মে বহুলোকের স্বাক্ষরিত একখানা আবেদন পত্রও পাঠাইল। বিলাতের উপনিবেশ সমূহের Sir Michael Hicks বুয়র প্রতিনিধিদ্বয়ের অনুকূলে কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না, এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে যদি বুয়রেরা ইংরেজের প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে আইন কানুনের সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহাতে বুয়রেরা মোটেই সন্তুষ্ট হইল না, এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দেব ডিসেম্বর মাসে প্রিটোরিয়া নগরে এক সভার অধিবেশন করিয়া প্রচার করিল যে "তাহারা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা কখনও ছিল না, বর্ত্তমানেও নহে।"

তৎপর বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বুয়রেরা নেটাল আক্রমণ করিয়া Laing's Nek নামক স্থানে ছাউনি করিয়া বসিল। নেটালের শাসনকর্ত্তা Sir George Colley তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া পরাজিত হইলেন। ইংরেজেরা তখন Majuba Hill দখল করিলেন, কিন্তু সেখান হইতেও ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ইহার ফলে বিলাতের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার গ্লাড্‌ষ্টোন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বুয়র-

দিগের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরেজেরা বুয়রদিগকে তাহাদের দেশ ছাড়িয়া দিলেন, এবং ইংরেজের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করিতে সম্মতি দিলেন। পরবর্ত্তী চারিবৎসরে বুয়রদিগকে আরও অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল। ফলে তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল যে তাহারা নামে মাত্র ইংরেজের অধীন।

এদিকে ট্রান্স্ভালের খুব উন্নতি হইতে লাগিল। নূতন নূতন নগর স্থাপিত হইল এবং নানাদেশীয় লোক আসিয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করিল। এ সকল বিদেশীয় লোকদিগ-হইতে রীতিমত টেক্স আদায় করা হইত, কিন্তু বুয়রেরা তাহাদিগকে নাগরিক স্বাধীনতার অধিকার দিত না। এই কারণে বুয়র ও বিদেশীয়দিগের মধ্যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হইল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্বেষ বহ্নি রীতিমত জ্বলিয়া উঠে। বিদেশীয়েরা বুয়র গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া জোহানেসবর্গ নগরে নূতন গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের চেষ্টা করে। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার এই ষড়যন্ত্রের বিষয় টের পাইয়া, ষড়যন্ত্রকারিদিগের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে বাধা দিলেন, এবং তাহাদিগকে বিচারার্থ বিলাতে প্রেরণ করিলেন। বিচারে ষড়যন্ত্রকারিদিগের কারাদণ্ড হইলেও বুয়রদিগের মনে বিশ্বাস জন্মিল যে বিদেশীয় ঔপনিবেশিক মাত্রই তাহাদের শত্রু। ইংরেজদিগের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসও কমিয়া গেল।

বুয়রেরা ক্রমেই বিদেশীয়দিগের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং যাহাতে তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয় এরূপ কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ট্রান্‌স্‌ভালবাসী প্রায় ২০,০০০ ইংরেজ প্রজা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন, যে, বুয়র গভর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি নানারূপ অন্যায় আচরণ আরম্ভ করিয়াছে। অতএব ইংরেজেরা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নেটাল ও কেপ্‌ কলনী আক্রমণ করিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই রাজ্যের রাজধানী আক্রমণ করা হইল এবং 'অরেঞ্জ নদী' রাজ্য ও ট্রান্‌স্‌ভাল ইংরেজের অধিকৃত বলিয়া ঘোষণা করা হইল। পাঠকদিগের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বুয়র যুদ্ধের ইতিহাস এখানে লিখিত হইল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পাওএল Hussar সৈন্যদলের সহিত নেটালে পৌঁছিয়া কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। এ সময় তিনি মাত্র দুইটি অশ্ব সঙ্গে লইয়া একাকী ৬০০ মাইল ঘুরিয়া ঐ প্রদেশের একটি ম্যাপ প্রস্তুত করিলেন। অপরিচিত স্থানে বিশেষতঃ অসভ্য লোকদের মধ্যে ভ্রমণকালে তিনি কখনও সংবাদপত্রের রিপোর্টার, কখনও শিল্পী, কখনও মৎস্যজীবী ইত্যাদি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার সৈন্যদলকে যোগদান করিতে হয় নাই, তবে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। তৎপর দুই মাসের ছুটী লইয়া ছয়জন বন্ধুর সহিত তিনি

পর্ত্তুগীজ অধিকৃত পূর্ব্ব আফ্রিকায় শিকার অন্বেষণে বাহির হইলেন।

এই অভিযানে সিন্ধুঘোটক, মহিষ, সিংহ, কৃষ্ণসার মৃগ প্রভৃতি বন্যজন্তু নিহত হইয়াছিল। এই ব্যাপার উপলক্ষে অসভ্য জাতীয় লোকদের মধ্যে ভ্রমণকালে শিকারী দলকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু পাওএলের প্রকৃতি এইরূপ যে তিনি কষ্টে পড়িয়া উহা হইতে উদ্ধার পাওয়াকেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা মনে করেন। এসময় তাঁহাদের জীবনযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হইত, তাহা তিনি নিজের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার একটু নমুনা দেওয়া গেল—

২৩শে আগষ্ট—

প্রাতরাশ—ভাত এবং নিহত পশু বা পক্ষীর মাংস, চা।

মধ্যাহ্ন ভোজন—রুটী, ভাজি, নারিকেলের জল (সেখানে অন্য জল মিলে না)। রুটীর ডেলা করিতে জলের পরিবর্ত্তে নারিকেলের জল ব্যবহৃত হইত।

নারিকেলের জলে ময়দা ঘণ্টা খানেক ভিজাইয়া রাখিয়া ভাজিয়া লইতে হইত। একটা থালায় ময়দার গোলা লইয়া উহাকে মাটীর পাত্র দিয়া চাপা দিতে হইত এবং থালার নীচে আগুন জ্বলিত। সারারাত্রি আগুনের তাপে ময়দার গোলা শক্ত হইত, এবং উহা অনেকদিন পর্য্যন্ত ভাল

থাকিত। এসময় কাফ্রি দেশীয় লেবু খুব খাওয়া হইত।

শিকার উপলক্ষে পাওএল যখন Inharnbara নামক স্থানে ছিলেন, তখন দেশীয় লোকেরা তাহাকে M'hlala Panzi আখ্যা দিয়াছিল। এই নামের অর্থ—যে ব্যক্তি শুইয়া গুলি ছোড়ে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে উত্তম প্ল্যান করিয়া লয়। পাওএল জীবনে এই নামের সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছেন। তিনি সকল সময়েই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করেন, ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহা ঠিক করিয়া তিনি কাজে হাত দেন। এজন্য তাঁহার ভবিষ্য কল্পনার প্রায় সবগুলিই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সৈন্যদলের প্রতি আদেশ আসিল যে বিলাতের নরউইচ্ নগরে ফিরিয়া আসিতে হইবে। পাওএল হৃষ্টমনে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পাওএল তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া জর্ম্মণী ও রুশিয়া দেশে ভ্রমণে বাহির হইলেন। এসময় রুশিয়াতে সৈন্যদিগের কুচ্-কাওয়াজের যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, পাওএল তাহার বিবরণ বিলাতের War officeএ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ডোভার নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যদের যে প্রদর্শনী হয়, তাহাতে তিনি Asst. Adjutant Generalরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং

Royal Military Tournamentএ বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পাওএল Franco-German যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত "The Adventures of a Spy" নামক পুস্তকে তিনি তাহার ঐ সময়কার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ বৎসরই বিলাতের লিভারপুল নগরে যে Grand Military Tournament হয়, তাহাতে 13th Hussar দল যোগদান করিয়াছিল। এসময় পাওএলের কৃতিত্ব দেখিয়া Lord Wolseley তাহাকে Aldershot নামক স্থানে Cavalry Machine-Gun পরিচালন পরীক্ষার ভার প্রদান করেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

জুলুর দেশে

পাওএলের মাতুল জেনারেল স্মিথ্ দক্ষিণ আফ্রিকার G. O. C. ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি ভাগিনেয়কে নিজের এডিকং নিযুক্ত করিলেন। সুতরাং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পাওএল পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মতৎপর ব্যক্তির পক্ষে এডিকংএর কাজ ভাল লাগিত না। তাঁহার মন সর্ব্বদা যুদ্ধাদি সাহসিক কার্য্যের জন্য লালায়িত থাকিত। যাহা হউক ঐ বৎসর জুন মাসে এক সুযোগ উপস্থিত হইল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে জুলু সর্দ্দার কেটিওয়াওর উল্লেখ করা গিয়াছে। জুলু যুদ্ধের পর Lord Wolseley জুলু দেশটাকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিভাগেই একজন করিয়া জুলু সর্দ্দার নেতৃত্ব করিতেন। কেটিওয়াওর পুত্র ডিনি জুলু এক বিভাগের সর্দ্দার ছিল; অন্য এক

সর্দ্দারের নাম জন্ ডান্। ডিনি জুলু ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, চারিজন সর্দ্দার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল। অপর চারিজন ইংরেজের প্রতি আসক্ত রহিল।

ইংরেজদের পক্ষ হইতে প্রথমতঃ ডিনি জুলুকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সে উহাতে কর্ণপাত করিল না। তখন বৃটিশ কমিশনার তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। ২রা জুন তারিখে Major Mansellএর অধীনে একদল পুলিস প্রহরী ডিনি জুলুকে ধরিয়া আনিবার জন্য প্রেরিত হইল। তাহাদের সঙ্গে 6th Dragoon Guards সৈন্যদল ও একদল অশ্বারোহী সৈন্যও প্রেরিত হইল। কিন্তু বৃটিশ কমিশনারের উদ্দেশ্য সফল হইল না।

ডিনি জুলুর ভ্রাতা শিঙ্গানু ইহাতে উৎসাহিত হইয়া একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। অচিরে ইংরেজ সৈন্য তাহাকে নিরস্ত্র করিল, কিন্তু ইতিমধ্যে চারিদিকে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

এই গোলযোগের সময় জেনারেল স্মিথ্ তাহার সৈন্যদল লইয়া Etshowe নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনতিবিলম্বে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হইল। এই ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সহকারীরূপে জুলু সর্দ্দার জন্ ডান্ তাহার ২০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে

যাত্রা করিল। জুলু সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হইলেন Major McKean এবং তাঁহার অধীনে Staff Officerরূপে চলিলেন আমাদের পাওএল।

এই সহকারী সেনাবাহিনীকে নানারূপ বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। যেখানে তাহারা বিশ্রাম করিত, সেখানেই অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুর্গ প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে হইত। সর্দ্দার জন্ ডানের জুলু সৈন্যগণ বিপুল সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল। ম্যাক্‌কিন ও পাওএল তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১১ই জুলাই তারিখে সাহায্যকারী সৈন্যবাহিনী Etshoweতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিল।

জুলু সর্দ্দার জন্ ডানের সৈন্যদল যে সময় অর্দ্ধবৃত্তাকারে দলপতিকে ঘিরিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত গান করিত, সে সময় দৃশ্যটি বড়ই মনোরম বোধ হইত। জুলুদের সেই গান স্কাউট মাত্রেরই চির পরিচিত— Yen— gon— yama— Gonyama— Ya— boo— boo— in— boo—boo— ya—boo — (He is a lion, he is more than a lion, he is a hippopotamus.)

আমাদের চীফ্ স্কাউট প্রথমতঃ এসময়ই জুলুদের মুখে এই গান শুনিয়াছিলেন। জুলুদিগের সর্দ্দার-প্রীতি ও মনের প্রফুল্লতা প্রকাশক এই সঙ্গীত শ্রবণে তিনি এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, এ জীবনে তাহা আর ভুলিবেন না।

স্কাউটেরা যখন এই গান গায়, তাহাদের প্রাণও আনন্দে নাচিয়া উঠে। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে সৈন্যবাহিনী তিন দলে বিভক্ত হইয়া তিনটি বিভিন্ন পথে আসিয়াছিল। যে স্থানে তাহাদের শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার নাম Fort McKean দেওয়া হয়। কয়েকজন সৈন্য সেখানে রহিয়া গেল। তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য সৈন্যবাহিনীর ডাক্তারকেও তথায় থাকিতে হইল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে পাওএলকে রোগীর তত্ত্বাবধান ও চিকিৎসা করিতে হইয়াছিল। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) শিক্ষা করিয়াছিলেন; এখন এ বিদ্যা তাঁহার প্রভূত উপকারে আসিল।

পাওএলের চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ সম্বন্ধে একটি বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। প্রত্যাবর্ত্তন পথে একটি খণ্ড যুদ্ধের পর দেখা গেল, জনৈক জুলু একটি আহত বালিকাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে। জুলুদের মধ্যে শত্রুর জীবন রক্ষা করিবার প্রথা মোটেই নাই। অনুসন্ধানে জানা গেল ঐ মেয়েটি বাহকের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বালিকার উদরে গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল। পাওএল ও ম্যাক্‌কিন আগুন জ্বালিয়া বালিকাকে উহার নিকটে রাখিলেন, এবং কিছু ঔষধ খাইতে দিলেন। ডাক্তার পাওএল তাহার উদরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলেন, এবং শয্যার জন্য একটি চট ও কম্বল আনিয়া দিলেন। বালিকার কোমরে একটি স্ফটিক

নির্ম্মিত কটিবন্ধ ও গলাতে একটি স্ফটিকের মালা ব্যতীত শরীরে আর কোন বস্ত্র বা অলঙ্কার ছিল না। রাত্রিতে মেয়েটিকে খুড়ার তত্ত্বাবধানে রাখা হইল। নিশীথ রাত্রিতে রোগিণীর শয্যার নিকট গোঁ গোঁ শব্দ শুনা গেল। ডাক্তার পাওএল একটা গাড়ীর নীচে শুইয়াছিলেন। অবিলম্বে শয্যা ছাড়িয়া তিনি রোগিণীর নিকট আসিয়া দেখিতে পাইলেন, খুড়া মহাশয় চটের উপর কম্বল মুড়ি দিয়া ঘন ঘন নাসিকা গর্জ্জন করিতেছেন, এদিকে বালিকাটি অনাবৃত ভাবে মাটীতে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। স্বার্থপরতার জন্য খুড়াকে দু' একটি কটুকথা বলায়, ফল এই হইল যে, নির্দ্দয় জুলু হতভাগিনী বালিকাকে ফেলিয়া অন্ধকারে কম্বল লইয়া পলায়ন করিল। তখন তাড়াতাড়ি কর্ম্মচারিগণের বর্ষাতি জামা আনিয়া মেয়েটিকে ঢাকিয়া রাখা হইল, কিন্তু সে বাঁচিল না। পাওএল তাহার গলায় মালা ও সাদা স্ফটিকের কোমরবন্ধটি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন।

ইহার অনেকদিন পর আর একটি ঘটনা হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশপের কন্যা Miss Colenso ডিনি জুলুর মুক্তির উদ্দেশ্যে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিতে দেশে যাইতেছিলেন। জেনারেল স্মিথ্ এবং পাওএলও ঐ জাহাজেই দেশে ফিরিতেছিলেন। ইংরেজ সৈন্য জুলুদের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছে, বিশপ-দুহিতা জাহাজেও তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে

তিনি পাওএলকে বলিলেন, যে, তিনি শুনিয়াছেন, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের তু একজন একটি জুলু সর্দ্দারের আহৃত কন্যার প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। এমন সময় পাওএল বাক্স খুলিয়া ঐ জুলু বালিকার কটিবন্ধ ও গলার মালা বিশপতুহিতাকে দেখাইয়া কাহিনীটি বিবৃত করিলেন।

সৈন্যবাহিনীর কৃতকার্য্যতায় ম্যাক্‌কিন ও পাওএলের সুযশঃ কীর্ত্তিত হইল। ডিনি জুলুকে ধৃত করিলেই জুলুদেশের সকল অশান্তি নিবারিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে বিপুল আয়োজন চলিল। নভেম্বর মাসে ডিনি জুলু আত্মসমর্পণ করিল। বিচারে সে দেশ হইতে বিতাড়িত হইল। এদিকে দেশময় শান্তিও স্থাপিত হইল। এই ব্যাপার উপলক্ষে ভাল কাজ দেখাইয়াছেন বলিয়া আমাদের পাওএল উত্তমাশা অন্তরীপের সৈন্য বিভাগের সহকারী সমর-সচিবের পদে উন্নীত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

শিকার কাহিনী

সহকারী সমর-সচিবের পদে উন্নীত হইয়া পাওএল কতকটা অবসর পাইলেন। অবকাশের সময় জাম্বেসী নদীতে নৌকায় চড়িয়া শিকার করিবেন, এই মনে করিয়া একটি বিশেষ ধরণের নৌকার ফরমাইস্ দিয়া বিলাতে চিঠি লিখিলেন। যথাসময়ে বিলাত হইতে নৌকা আসিল। তিনি একবার পরীক্ষাও করিলেন, কিন্তু শিকার আর ঘটিয়া উঠিল না। অন্তরীপ প্রদেশের সমর-সচিব জেনারেল স্মিথ্ তাঁহার কর্ম্মকুশল সহকারীকে কাছ ছাড়া হইতে সম্মতি দিলেন না। মনের বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল না বলিয়া পাওএল একটু বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই "কুচ্ পরোয়া নাই" ভাবিয়া হাসিমুখে দিনের কর্ত্তব্য করিতে লাগিলেন। মাঝে দুই এক দিনের জন্য *Knynsa* প্রদেশে শিকারে গিয়াছিলেন। এই অভিযানে এক বন্য হস্তীর সম্মুখে পড়িয়া তিনি অতি কৌশলে নিজকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সে বৎসর গ্রীষ্মকালে বায়ুপরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে পাওএল কিছুদিনের বিদায় লইয়া বিলাত চলিয়া গেলেন। এসময় Sir Francis de Winton আফ্রিকার সোয়াজিলেণ্ড প্রদেশে এক কমিশন প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সোয়াজিলেণ্ড একটী দেশীয় রাজ্য। রাজার নাম ছিল উমবাদিন। রাজ্যটি দক্ষিণ আফ্রিকার রিপাব্লিকের উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সোয়াজিলেণ্ডে যথেষ্ট পশুচারণ ভূমি ও খনিজ সম্পদ ছিল বলিয়া সেখানে অনেক খনি-ব্যবসায়ী ও বুয়র মিলিত হইয়াছিল। তাহারা জমি পত্তনের জন্য এত আবেদন পত্র পাঠাইত যে সোয়াজিলেণ্ডের নাবালক রাজা ও তাহার অভিভাবকগণ উহার কোন বিধিব্যবস্থা করিতে পারিত না। সেখানে ইংরেজ ব্যবসায়ীর সংখ্যাই ছিল প্রায় ১০০০। দেশের আইন কানুন বিশৃঙ্খল ছিল, এজন্য ইংরেজ ও বুয়র গভর্ণমেণ্টের একটা মিলিত কমিশন প্রেরণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। Sir Francis de Winton ইংরেজ পক্ষের কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। বিলাতে অবস্থানকালে পাওএলের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। Sir Francis অন্তরীপ পথে যাইবার সময় পাওএলকে নিজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীস্বরূপ সঙ্গে লইয়া গেলেন।

২৬শে অক্টোবর শনিবার পাওএল মা'র নিকট চিঠি লিখিলেন, "আজ আমরা জাহাজে চড়লুম। আগামী বৃহস্পতিবার ডানবারে পৌঁছ্ব। সেখান হ'তে মারিজবর্গ

হ'য়ে জোহানেসবর্গে ও প্রিটোরিয়ায় যাব। প্রিটোরিয়াতে প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সোয়াজিলেণ্ডএ রওনা দিব।"

এ অভিযানেও তিনি দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর ডায়েরী রাখিয়াছেন।

লেডিস্মিথ নামক স্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তাহারা সোয়াজিলেণ্ড-গামী অশ্ব-যানে আরোহণ করিলেন। গাড়ীখানা প্রকাণ্ড, দশ ঘোড়ায় উহা টানিয়া চলিল। পাঁচদিন ভ্রমণের পর তাহারা প্রিটোরিয়া পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে জোহানেসবর্গ নগর ও স্বর্ণখনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। প্রিটোরিয়ায় উপস্থিত হইলে সার ফ্রান্সিস্ ও পাওএল ভ্রমণকারীর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া মস্তকে দীর্ঘ টুপি পরিধান করিলেন, এবং ব্রিটিশ এজেন্টের সহিত প্রেসিডেন্ট পল ক্রুগারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

প্রেসিডেন্ট ক্রুগার সে সময় এক নির্জ্জন পল্লীতে একটি নাতি উচ্চ একতলা বাগান বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আগন্তুকগণের প্রতি একবার স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়াই তিনি সে অভিবাদন কার্য্য সমাধা করিলেন। পল ক্রুগারের বৈঠকখানায় কথাবার্ত্তা হইল। পাওএল তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"He was a big, heavy man, with flabby heavy face, with big mouth, and big nose, but small forehead."

কমিশনের মেম্বরগণ ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রিটোরিয়াতে ছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পাওএলের ডায়েরীতে লিখিত হইল—

"আমাদের সঙ্গে সোয়াজিলেণ্ডের রাজার অভিভাবক, প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হয়েছে। আমাদের পরস্পরের আলাপ পরিচয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনও হ'য়ে গেছে। মনে হয় শীঘ্রই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে, জায়গা জমিরও বিলিব্যবস্থা হবে।" ইহার পরেই ইংরেজ, বুয়র ও সোয়াজি এই তিন জাতির প্রতিনিধিগণ এক মিলিত বৈঠকে বসিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। স্যার ফ্রানসিস্ সভাপতি, এবং পাওএল ও অন্য একজন ওলন্দাজ সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। সকলের সমবেত চেষ্টা ও শুভ ইচ্ছায় আপোসে সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল।

২৯শে ডিসেম্বর পাওএল মাকে চিঠি লিখিলেন— "আমরা নেটালে ফি'রে এসেছি। আমার স্বাস্থ্য বেশ্ ভাল আছে।"

সোয়াজিলেণ্ড কমিশনের রিপোর্টে স্যার ফ্রান্সিস্ পাওএলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এদিকে অন্তরীপ প্রদেশের অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল স্যার হেনরী স্মিথ্ ইউরোপের মল্টা দ্বীপের গবর্ণর ও কমণ্ডার-ইন-চিফ্ নিযুক্ত হইলেন। তিনি পাওএলকে তাঁহার সমর-সচিব

ও এডিকং স্বরূপ সঙ্গে লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সর্ত্তও করিয়া লইলেন যে কোন স্থানে যুদ্ধ বাঁধিলে, উহাতে যোগদান করিবার জন্য পাওএলকে ছুটি দেওয়া হইবে না। পাওএল যাহাতে তাঁহার হাতছাড়া না হয়, এজন্যই তিনি এরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। আফ্রিকা হইতে আসিয়া কয়েক দিন ইংলণ্ডে থাকিয়া নূতন গবর্ণর ও এডিকং মণ্টা গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

মণ্টা যাইবার পথে পাওএল ইটালী দেশের নেপল্‌স ও মেসিনা বন্দর পরিদর্শন করিলেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পমপী নগরের ধ্বংসাবশেষও দেখিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"রেল গাড়ীতে চ'ড়ে পমপী এসে পৌঁছলুম, ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সারা বিকেলটা বেশ্‌ আমোদে কেটে গেল। বিসুবিয়স দিনের বেলা ভদ্রলোকের মত বেশ্‌ শান্তশিষ্ট ছিলেন, সন্ধ্যার পরেই তিনি বেশ্‌ একদম আগুনের ফুল্‌কি ছুড়্‌লেন।"

১লা মার্চ্চ পাওএল কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মতৎপর ব্যক্তির পক্ষে এডিকংএর কাজ বিশেষ কিছু নয়,—আফিসের নথিপত্র ঠিক করা, ভোজের ও মজ্‌লিসের ব্যবস্থা করা,—অভিনয় ও পলো খেলা।

স্যার ফ্রান্‌সিস্‌ পুনরায় পাওএলকে উগাণ্ডা কমিশনে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু মণ্টার গবর্ণর লিখিলেন—"আমি তাতে মোটেই রাজি নই, স্যার উইন্‌টন বা অন্য

কারোও সঙ্গে পাওএলকে ছেড়ে দিলে আমার কাজ চলে না।”

পাওএল মাকে চিঠি লিখিলেন,—“বড়ই দুঃখের কথা। আমার বিশ্বাস ছিল আমাকে যে স্যার ফ্রান্‌সিসের সঙ্গে পুনরায় আফ্রিকার জঙ্গলে যেতে হলো’না, এটা আমার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে উল্টা ; প্রাণ অস্থির হয়ে উঠ্‌ছে, মনে হচ্ছে এখনি ছুটে যাই ; আমার যে আর কিছুই ভাল লাগে না।

“মা তুমি কল্পনায়ই আন্‌তে পার্ব্বে না আমার কী এক ব্যামো হয়েছে,—Camp Sickness একে বলা যেতে পারে,—এ ব্যামোর নিদান হচ্ছে এখানকার দপ্তরখানার কেরাণী ও মজলিসের ভাণ্ডারীর কাজ ছু’ড়ে ফেলে, আবার আফ্রিকার জঙ্গলে দৌড়ে যাওয়ার একটা প্রবল বাসনা।”

যাহাহোক পাওএলএর ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তাহাতেই সম্মান ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন। তিনি যে কয়দিন মণ্টায় ছিলেন বেশ্ সুখ স্বচ্ছন্দেই দিন কাটিয়েছেন।

আগষ্টমাসে পলোখেলার প্রতিযোগিতায় পাওএল দুইটি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। মণ্টার সৈনিক ও নাবিকগণের সাহায্যার্থ নানা কাজ করিয়া তিনি খুব সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গবর্ণর পত্নী লেডী স্মিথ্ লিখিয়াছেন, “পাওএলের উৎসাহে ও সাহায্যে মণ্টাস্থিত পাঁচটি সৈন্যদলে

মাসে মাসে একটি করিয়া কনসার্টের আয়োজন করে। এক এক দল এক এক মাসে কাজের ভার নেয়। ইহাতে তাহাদের মধ্যে বেশ্ প্রতিযোগিতা চলে, এবং নিত্য নূতন উদ্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।"

মণ্টাতে পাওএলের প্রধান কীর্ত্তি হইয়াছে সেখানকার সৈনিক ও নাবিকদিগের ক্লাব স্থাপন। (Soldiers' and Sailors' club, Malta) তুইবৎসর ক্রমাগত নানারূপ চেষ্টা করিয়া, নানারূপ আমোদ-প্রমোদের আয়োজনে অর্থ সংগৃহীত করিয়া, পাওএল এই হিতকর প্রতিষ্ঠানটি গঠন করিয়াছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পাওএল দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। আল্বানিয়া, ইটালী, গ্রীস, তুর্কী, তিউনিস, এলজিয়র্স, বস্নিয়া, হারজিগভিনা প্রভৃতি অনেক দেশে তিনি গিয়াছিলেন। ভ্রমণের ব্যয় কতকটা "ওয়ার আফিস" বহন করিতেন, কতকটা নিজের বেতন হইতে চালাইতেন ; কিন্তু মাসিকপত্রে ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়া ও নিজের অঙ্কিত ছবি পাঠাইয়াই তিনি অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাহার প্রণীত "The Adventures of a Spy" নামক পুস্তকে এই ভ্রমণের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

এডিকংএর কাজ করিতে গিয়া পাওএলকে দরবার, মজলিস, নাচ, কনসার্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইত। এসকল ব্যাপারে তিনি এরূপ উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয়

দিয়াছেন, যে, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। হয় ত নাচের মজলিস চলিতেছে, সহসা একজন মহিলা বলিয়া বসিলেন, তিনি প্রোগ্রেম মত নৃত্য করিতে পারিবেন না; এখন উপায় নাই, তার জুড়িদারকে অপ্রস্তুত হইতে হইবে, নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বিচলিত হইতে পারেন। এমন সময় দেখা গেল পাওএল মহিলার পোষাক পরিয়া নাচিতে লাগিলেন। আসরে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

যে কোন কাজ করিতে অনায়াসে প্রস্তুত আছে, এরূপ লোক সর্ব্বদা হাতে রাখাই পাওএলের বিশেষত্ব ছিল। অতএব খেলা, নাচ, গান, কোন কাজেই তাঁহার লোকের অভাব হইত না। চীফ্ স্কাউটের অদম্য উৎসাহ, শ্রমশীলতা, সহানুভূতি ও লোকপ্রিয়তাকে আদর্শ করিয়া চলিলে যে কোন ব্যক্তি জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মণ্টায় অবস্থান করিয়া পাওএল তাঁহার পূর্ব্বতন কর্ণেল স্যার বেকার রাসেলের পরামর্শে 13th Hussar সৈন্যদলে পুনরায় যোগদান করিলেন। এই সৈন্যদল তখন আয়র্লণ্ডের ব্যালিংকলিগ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল।

৯ই জুন তারিখে পাওএল সৈন্যদলে যোগদান করিলেন। এসময় একটা সমর-প্রদর্শনী হইতেছিল। ইহাতে পাওএল এমন কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন যে তিনি Lord Wolseleyর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় চলিতেছিল। পাওএল একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাতে দড়ি দিয়া কতকগুলি ডালপালা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। অশ্বগুলি ডালপালা টানিয়া লইয়া ধূলিরাশি উড়াইয়া দৌড়িতে লাগিল। দূরে আকাশে ধূমের মত বিস্তর ধূলিরাশি দেখিয়া শত্রুপক্ষ মনে করিল, এক বিপুল অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এইরূপে আগন্তুক সৈন্যদল শত্রুপক্ষকে বিপথে লইয়া চলিল, এদিকে পাওএলের প্রেরিত অন্য সৈন্যদল শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের গোলা-বারুদ ও রসদ লইয়া গেল। কৃত্রিম যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইল।

Lord Wolseley এই চতুরতার অভিনয় দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পাওএলকে বলিলেন, তোমার মধ্যে চারিটি 'C'ই আছে—(১) Common Sense, (২) Cunning, (৩) Courage, (৪) Cheerfulness; অতএব তুমি কালে উৎকৃষ্ট সেনাপতি হইবে। আমি এমন একজন লোকেরই সন্ধান করিতেছিলাম। আমি তোমাকে আমার সহিত আফ্রিকার অশান্তি অভিযানে লইয়া যাইব।

অষ্টম অধ্যায়

অশন্তি অভিযান

অশন্তি নামক বন্যরাজ্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে অশন্তির রাজা প্রেম্‌পে নানারূপ বীভৎস কারবারের অনুষ্ঠানদ্বারা সভ্যতার প্রসার ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিল।

The Downfall of Prempeh নামক পুস্তকে চীফ্ স্কাউট লিখিয়াছেন,—"অশন্তি রাজ্যে নরবলি কিরূপ প্রবলবেগে চলিতেছিল, ইংলণ্ডে থাকিয়া আমরা তাহার কিছুই খবর রাখি না। অশন্তি রাজ্যের রাজধানীর নাম 'কুম্‌সী,' ইহার অর্থ "মৃত্যুভূমি"। এই নগরে তিনটি বধ্যভূমি আছে। রাজপ্রাসাদের ভিতরে একটি বধ্যভূমি, এখানে গোপনে নরবলি হয়। সৈন্যদের কুচ্-কাওয়াজের ময়দানে একটি বধ্যভূমি, এখানে মানুষের মাথা কাটা হয়। আর বান্তামা গ্রামে আর একটি বধ্যভূমি আছে, এখানে ক্রীতদাস বা যুদ্ধের সময় বন্দীকৃত লোকগুলিকে উপদেবতার নিকট বলি দেওয়া হইয়া থাকে।"

অশন্তির অশান্তিদমনের জন্য ইংরেজ পক্ষ হইতে অভিযান প্রেরিত হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর পাওএল আদেশ পাইলেন, যে, Sir Francis Scott এর অধীনে যে অভিযান অশন্তি যাইতেছে, তাহাতে যোগদান করিতে হইবে। ২০শে নভেম্বর তিনি লিভারপুল বন্দরে জাহাজে চড়িলেন। আফ্রিকায় উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর প্রথম কাজের ভার পড়িল, অভিযানের অগ্রগামী ১০০ জন দেশীয় পথ-প্রদর্শকের (Native Scouts) অধিনায়কতা করা। ১৮৭৪ অব্দে যে অভিযান হইয়াছিল, তাহাতে Sir William Butler এরূপ একটি পথ-প্রদর্শকের দল গঠন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে দেশীয় লোকেরা পলায়ন করিয়াছে। Sir William একই জাতীয় লোক লইয়া দল গড়িয়াছিলেন। পাওএল ঠিক করিলেন যে নানা জাতীয় লোকের সমন্বয়ে পথ-প্রদর্শকের দল গঠন করিবেন।

এই কার্য্যের ভার লইয়া পাওএলকে যে কত অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিবে না। কিন্তু পাওএলএর সহিষ্ণুতাগুণে তিনি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতেন। একবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হওয়া তিনি কোনদিনই জানিতেন না। তিনি উদ্যোগী পুরুষসিংহ, এজন্যই প্রতিপদে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

পাওএলের সংগৃহীত লোকদিগের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

আদননীস	জাতীয়	লোক	১০০	সর্দ্দারের	নাম	ইয়নবিন্।
ক্রবো	”	”	৩১৫	”	”	রাজা মাটিকলি
এলমিনাস	”	”	২৫	”	”	আন্দু
উনিবাহস্	”	”	১০০	”	”	কাপ্তান ক্রু।

তারপর আরও লোকজন সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ এই পথ-প্রদর্শক বাহিনী ৮৬০ জন দেশীয় লোকদ্বারা গঠিত হইল। ইহাদের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল,—(১) পথ প্রদর্শন, (২) বন জঙ্গল কাটা, (৩) রাস্তাঘাট তৈরি করা, (৪) পশ্চাৎগামী ১০০০০ সৈন্যের বাসোপযোগী সামরিক শিবির স্থানে স্থানে নির্ম্মাণ করা।

এতগুলি আফ্রিকাবাসীকে একত্র করিয়া বাহিনী পরিচালনা একটি অতি গুরুতর কার্য্য। এই সকল অসভ্য জাতীয় লোকের সহিত ব্যবহার করা, উহাদিগকে সংযত রাখিয়া কাজকর্ম্ম আদায় করা, সকল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে।

ঠিক হইল, ১৬ই ডিসেম্বর শ্রমিকেরা একত্র হইবে। প্যারেড গ্রাউণ্ডে আসিয়া দেখা গেল, জনপ্রাণীও তথায় উপস্থিত হয় নাই, তখন অলিতে গলিতে খুঁজিয়া লোকগুলিকে বাহির করা হইল। প্রায় দুইটার সময় তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড় করান গেল। এসময় নায়কের পক্ষে অধীর

হইলে কাজ চলিবে না। এসময় ব্যস্ততায় কোন ফল হইবে না—"ধীরে, ধীরে, সহিয়া নিতে হইবে।" প্রত্যেক শ্রমিককেই কাল ঝুটিওয়ালা একটি করিয়া লালবর্ণের ফেজ টুপী দেওয়া হইল। তৎপর গবর্ণর ও সেনানায়ক স্যার ফ্রান্‌সিস্ স্কট্ শ্রমিকবাহিনী পরিদর্শন করিলে যাত্রা আরম্ভ হইল।

বার দিন অভিযানের পর এই বাহিনী অকুসিরেম নামক স্থানে পৌঁছিয়া ছাউনী গাড়িল। এখান হইতে কুমাসীর ব্যবধান ৩৫ মাইল মাত্র।

জঙ্গল কাটা, পথ তৈরি করা, ভবিষ্যৎ শিবিরের বেড়ার জন্য খুঁটি কাটা, মাটী খনন করা ইত্যাদি কার্য্য আফ্রিকার বন্যলোক গঠিত এই বাহিনী দ্বারাই সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু এই কার্য্যের তত্ত্বাবধানে আমাদের পাওএলকে কত অসুবিধা যে ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার একটু নমুনা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

ঠিক হইল ১নং দল জঙ্গল কাটিবে, ২নং দল বেড়ার জন্য খুঁটী আনিবে,—৩নং দল বেড়ার জন্য তাল পাতা কাটিবে, ৪নং খুটীর জন্য মাটী খুঁড়িবে. ৫নং দল কেহ যেন পালাইতে না পারে এজন্য পাহাড়া দিবে। পাওএল তত্ত্বাবধানে বাহির হইয়াছেন, তিনি এক সর্দ্দারকে প্রশ্ন করিলেন,—"যারা গর্ত্ত খুঁড়্‌তে ছিল, তারা গেল কোথায়?"

উত্তর—"খেতে গেছে"।

প্রশ্ন—"খেতে ! এই ত তারা দু'ঘণ্টা কাটিয়ে খেয়ে এসেছে।"

উত্তর—"হ্যাঁ, সাদা মনিব এদের এত খাটিয়ে নিচ্ছেন যে এদের ক্ষুধাটা বেজায় বেড়ে গেছে।"

প্রশ্ন—"তাই ত ! তুমি ত এদের সর্দ্দার, তোমার একদিনের বেতন জরিমানা হবে, কেমন ?"

উত্তর—"বেশ, সাদা মানুষের ক্ষমতাই বেশি। না খেয়ে থাকার চেয়ে বরং জরিমানা দেওয়াই আমরা পছন্দ করি।"

প্রশ্ন—"যেমন খাবে, তেমন কাজও কর্ত্তে হবে। এই হাতিয়ারটা দেখেছ ? এটা দিয়ে শিকার করা হয়। এস, এটা কেমন করে ব্যবহার হয়, দেখিয়ে দি'। তোমার উপর এটা ব্যবহার করা হোক, কেমন ?"

উত্তর—"হুজুর, কাজ নেই।"

এই বলিয়া সর্দ্দার নিজের কাজে লিপ্ত হইল। একটু পরে পুনরায় আসিয়াই দেখা গেল, যেই সেই ; কুড়ের দল বেশ্ বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

অন্যত্র

প্রশ্ন—"সাবাস্ জোয়ান্, ঐ গাছটা কেটে ফেল দেখি। কুড়ুল হাতে, আবার বল্‌ছ কাট্‌তে জান না, সে কেমন ?

তখন অগত্যা পাওএলকে নিজে গাছ কাটা দেখাইয়া দিতে হইল।

অন্যত্র

প্রশ্ন—"জঙ্গল কাটুনীরা সব বসে রয়েছ যে? একগজ জঙ্গলও কাটা হয় নাই? কেন?"

উত্তর—"হুজুর, আমরা জাতিতে জেলে। জঙ্গল কাট্‌বার আমরা কি জানি?"

এরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের সাহায্যেই সকল কাজ সম্পাদন করিতে হইত। সারাদিন কাজকর্ম্মের পর সন্ধ্যার সময়ে শ্রমিকেরা দৈনিক বেতন গ্রহণ করিতে সমবেত হইল।

প্রশ্ন—"প্রথম দল, ক'জন উপস্থিত?"

উত্তর—"আজ্ঞে, ৬৮ জন।"

প্রশ্ন—"কিন্তু তোমাদের নামের তালিকায় আছে ৫৯ জন।"

পুনরায়

প্রশ্ন—"তার পরের দল।"

উত্তর—"আজ্ঞে, এখানে সব উপস্থিত, সাত আট জন ব্যামোতে পড়ে আছে, আর দু' তিন জন আসে নাই।

এই অভিযানের বেক্কাই যাত্রা বড়ই চমকপ্রদ ব্যাপার। কুমাসী রাজ্যের অধীনস্থ বেক্কাই পরগণার রাজা স্যার ফ্রান্‌সিস্ স্কটকে সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি ইংরেজের পতাকার অধীনে নিরাপদে থাকিতে চাহেন। কিন্তু অবিলম্বে যদি তাহাকে আশ্রয় দেওয়া না হয়, তাহা হইলে রাজা প্রেমপে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাকে হত্যা করিবে।

অতএব এক রাত্রির মধ্যেই যাত্রা করিয়া পাওএল দলবল সহ প্রাতঃকালে বেক্কাই পৌঁছিয়া সে স্থানে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করিলেন। ইংরেজের আশ্রয় লাভ করিয়া বেক্কাইর রাজা নিরাপদ হইলেন, এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একদল বাহক প্রেরণ করিয়া পাওএলকে সাহায্য করিলেন।

যথাসময়ে স্যার ফ্রান্‌সিস্ স্কটের বিপুল সৈন্য বাহিনী অগ্রগামী পথ প্রদর্শক দলের প্রদর্শিত পথে কুমাসী উপস্থিত হইল। অনুপায় দেখিয়া রাজা প্রেম্‌পে ইংরেজের শরণাপন্ন হইল। যে বৃহৎ পাত্রে নরবলি দেওয়া হইত, পাওএল উহা বিলাতে আনিয়া Royal United Service Exhibition Museumএ উপহার দিয়াছিলেন।

রাজা প্রেমপেকে তাহার রাণী ও সভাসদসহ বন্দী করিয়া রাখা হইল। বিগত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাহাকে অশন্তি যাইতে দেওয়া হইয়াছে।

অশন্তি অভিযানের পর ৬০ বৎসর চলিয়া গেলেও পাওএলের অধীন লোকগণ তাঁহার কথা মনে করিয়া রাখিয়াছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অশন্তি হইতে Captain Rattray আমাদের চীফ্ স্কাউটকে পত্রে লিখিয়াছেন,—"পুরাতন লোকেরা এখনও আপনাকে স্মরণ রাখিয়াছে। আপনাকে তাহারা Kantankye নামে অভিহিত করে। ইহার অর্থ,—"বড় টুপীওয়ালা।" আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারি না, বয়স্কাউট সঙ্ঘ গঠন করিবার অনেক পূর্ব্বে আপনি কেমন

করিয়া “বড় টুপীওয়ালা” হইলেন, আমাকে খুলিয়া লিখিবেন কি ?”

উত্তরে চীফ্ স্কাউট লিখিয়াছিলেন, বয়স্কাউট আন্দোলন হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি Cowboy টুপী পরিধান করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কুমাসী একটি উন্নতিশীল সুসভ্য নগরে পরিণত হইয়াছে।

এই অভিযানের কৃতকার্য্যতার জন্য পাওএলকে Brevet Lieut-Colonel করা হইল।

অশান্তি অভিযান শেষ হইলে পাওএল আয়র্লণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া Hussar সৈন্যদলে যোগদান করেন। কিন্তু অচিরেই তাহাকে আবার বিশেষ কাজের জন্য আফ্রিকায় যাইতে হইয়াছিল।

৯ম অধ্যায়

মাতাবেলী ল্যাণ্ড

জুলুদেশ হইতে তাড়িত হইয়া মাতাবেলী জাতীয় জুলুরা বর্ত্তমান রোডেশিয়া প্রদেশের এক অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এ স্থানকে মাতাবেলী ল্যাণ্ড বলা হইত।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Mr. Rhodes এর অধীনে একদল শ্বেতকায় লোক মাশোনা ল্যাণ্ড নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই উপনিবেশের প্রধান নগরের নাম দেওয়া হইল সলিস বারি। মাতাবেলীর রাজা ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে, উভয় পক্ষের গোলা বারুদ খরচের পর শ্বেত মনুষ্যেরা বসবাস করিবার সম্মতি লাভ করেন। মাতাবেলী জুলুরা লুটতরাজ করিয়া যাইত। তাহারা মাশোনাল্যাণ্ডে লুটতরাজ করিয়া গিয়া পুলিশ প্রহরীর ভয়ে ফিরিয়া আসিত। এদিকে Mr. Rhodes এক অভিযান করিয়া মাতাবেলী ল্যাণ্ডের রাজাকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। একদল জুলু দূরদেশে লুটতরাজে বাহির

হইয়াছিল। তাহারা দেশে ফিরিয়া দেখিতে পাইল, তাহাদের দেশ শ্বেত মনুষ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। তখন তাহাদের বিস্ময় ও ঘৃণার অবধি রহিল না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া বলিল, "যেমন করিয়াই হোক শ্বেতকায়দের সঙ্গে একবারে শক্তি পরীক্ষা করিতেই হইবে।"

এবৎসর মাতাবেলী জুলুদের বড় দুঃসময় উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ বৃষ্টির অভাবে তাহাদের শস্যাদি নষ্ট হইল। তারপর একদল পঙ্গপাল আসিয়া দেশ ছারখার করিল। তারপর গোমড়ক উপস্থিত হইয়া গবাদি পশু বিনষ্ট হইল। জুলুদের কুসংস্কার এতটা প্রবল ছিল যে তাহারা মনে করিল, শ্বেত মনুষ্যের আগমনেই এতগুলি বিপদ যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা ভাবিল যেমন করিয়াই হউক শ্বেত মনুষ্যকে দেশ হইতে তাড়াইতেই হইবে।

জুলুদের দেবতার নাম **মিলমো**। পুরোহিতগণের সাহায্যে জুলু নেতারা প্রচার করিয়া দিল, "এক নির্দ্দিষ্ট অমাবস্যা রাত্রিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সকলে **বুলুওয়াও** নামক স্থানে মিলিত হইবে, এবং সেখান হইতে সদল বলে সহরে গিয়া সকল শ্বেত মনুষ্য হত্যা করিবে; তারপর লুটতরাজ আরম্ভ হইবে।"

নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে জুলুদের উৎসাহের মাত্রা এতই চড়িয়া গিয়াছিল যে **বুলুওয়াও** যাওয়ার পথেই তাহারা উৎপাত আরম্ভ করিল এবং নরহত্যাও করিল। আকস্মিক বিপদ

বুঝিয়া শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকগণ ইতস্ততঃ পলায়ন আরম্ভ করিলেন। প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ও মৃগয়া বিশারদ Mr. Selons সস্ত্রীক অশ্বারোহণে বুলুওয়াও চলিয়া গেলেন। তিনি জুলুদের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। দেখিতে দেখিতে নগরবাসীরা নিজদের আবাস ও পল্লী গোযান দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, এবং যথেষ্ট খাদ্য ও গোলাবারুদ লইয়া জুলুদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দুই রাত্রির পর জুলুরা বুলুওয়াও পৌঁছিয়া দেখিল, বাড়ীঘর জনমানব শূন্য ও তালা চাবি বদ্ধ। তখন তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল যে ভিতরে একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তাহারা সহরের তিন দিক অবরোধ করিল। একদিক খোলা রহিল যেন শ্বেতকায় মনুষ্যেরা পালাইতে না পারে।

ইতিমধ্যে শ্বেতকায় কৃষকদিগের নির্ম্মম হত্যাকাহিনী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। সলিস্‌বারি হইতে সাহায্যকারী সৈন্যদল বুলুওয়াও প্রেরিত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার আরও অনেকস্থান হইতে দলে দলে ইংরেজ সৈন্য আসিতে লাগিল। এই সকল সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন Sir Frederick Carrington, এবং তাহার সহিত Chief Staff Officer হইয়া আসিলেন আমাদের পাওএল।

13th Hussar সৈন্যদলের সহিত আয়র্লণ্ডে অবস্থান কালে পাওএল War Office হইতে পত্র পাইয়া এই অভিযানে যোগদান করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তিনি আফ্রিকাগামী

জাহাজে আরোহণ করেন এবং ৬ই জুন, বুলুওয়াও পৌঁছিয়া মাতার নিকট পত্র লিখেন।

এই অভিযানে পাওএলকে অনেক সময় অশ্বে চড়িয়া একাকী বাহির হইয়া জুলুদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে হইত। অনেক সময় তাঁহাকে রাত্রিতে একাকী বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিতে হইত। তিনি বুদ্ধি কৌশলে জুলুসর্দ্দার উহিনি, বেদজা প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের দুর্গাদি অধিকার করিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই কৃতকার্য্যতার পুরস্কারস্বরূপ তিনি Brevet Colonel এর পদে উন্নীত হইলেন। সেনানায়ক Sir Frederick Carrington যে ডেস্‌প্যাচ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে Chief Staff Officer এর বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অভিযান শেষ হইলে তিনি রোডেসিয়া প্রদেশের স্থাপন-কর্ত্তা Cecil Rhodes মহোদয়ের সহিত একই জাহাজে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

দশম অধ্যায়

ভারতে পুনরাগমন

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের :লা মার্চ্চ তারিখে পাওএল তাঁহার Hussar সৈন্যদলে যোগদান করিলেন। ঐ সৈন্যদল তখন ডবলিনে অবস্থিতি করিতেছিল। পাওএল উহার Squadron Commander নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া যাইতে হইল।

প্রায় বিশ বৎসর Hussar সৈন্যদলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, উহা ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার খুব অনিচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে উহা ছাড়িতে হইল। ঐ সৈন্য দলে তাঁহার উর্দ্ধতন তুইজন কর্ম্মচারী অপেক্ষা তিনি সিনিয়র ছিলেন, কিন্তু ঐ সৈন্যদলের অধিনায়ক হইতে হইলে তাঁহাকে আরও সাত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইত। অতএব তিনি ভারতে স্থিত 5th Dragoon Guards নামক সৈন্যদলের Commanderএর পদ গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র চল্লিশ বৎসর। এরূপ অল্প বয়সে অত বড় একটা সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত হইলেন বলিয়া পাওএল বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে রাশি রাশি অভিনন্দন পত্র পাইলেন। তিনি

যে সকল সেনাপতির অধীনে কাজ করিয়াছেন এবং তাঁহার অধীনে যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এপ্রিল মাসে মীরাটে পৌঁছিয়া তিনি 5th Dragoon Guards সৈন্যদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন।

কার্য্যভার গ্রহণের পরই তাঁহাকে সিমলায় উপস্থিত Inspector General of Cavalry মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইল। মীরাটে অবস্থানকালে প্রথম কয়েক মাস পাওএল অনেকগুলি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। মীরাটের এক অধীনস্থ কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন,—"তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল ম্যালেরিয়া ও অন্য ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকিতে হইলে যথেষ্ট কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়; এই ব্যাপারে তিনি বেশ্ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তিনি সৈনিক দলের দুগ্ধ সরবরাহের জন্য একটী Dairy প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে সৈন্যদলে ম্যালেরিয়ার খুব প্রকোপ ছিল। তিনি নিজে খুব কঠোর পরিশ্রম করিতেন।"

Dairy প্রতিষ্ঠা ব্যতীত তিনি একটি রুটীর কারখানা bakery), সোডাওয়াটারের কারখানা স্থাপন করেন। তিনি একটি Temperance Clubএরও প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সৈনিক কর্ম্মচারিগণের খাদ্য রন্ধনের জন্য নূতন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত একটি পাকশালা নির্ম্মাণ করেন। সপ্তাহে

একদিন মফঃস্বলে যাইয়া সৈন্যদলের ক্যাম্প করিবার প্রথাও তিনি নিজদলে প্রচলন করেন। ইহার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এমন কি মার্চ্চ করিয়া অন্যত্র যাওয়ার সময়ও সোডার কল, রুটীর কারখানা ও দুগ্ধ সরবরাহ কারখানা, সৈন্যদলের সঙ্গেই থাকিত। তিনি নাটক, অভিনয়াদিতে রীতিমত যোগদান করিতেন। সিমলায় "Geisha" নাটকের অভিনয় সময়ে পাওএল একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এসময়ে তিনি Simla Academyতে ৫টী ছবিও প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকটি পরে ৫ গিনি মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম করিলেও তিনি Pigsticking খেলায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সৈন্যদল Kadir-cup জয় করেন, তিনি নিজে Semi-finalএ খেলিয়াছিলেন।

এপ্রিল মাসে তাঁহার পূর্ব্বতন কমাণ্ডিং অফিসর স্যার বেকার রাসেলের নিমন্ত্রণে পাওএল নেপাল অঞ্চলে শিকারে গেলেন। আগষ্টমাসে দুইমাসের ছুটিতে তিনি কাশ্মীর পরিভ্রমণ করিলেন। এ সময় তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা ছবি ও নক্সার সহিত তাঁহার "Indian Memories" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শীত ঋতুর আবির্ভাব হইলেই খেলাধূলার মরসুম পূর্ণ মাত্রায় আরম্ভ হইত। পাওএল লিখিয়াছেন,—"এটা

আমাদের পলো খেলার সপ্তাহ, এ বয়সেও আমি রেজিমেণ্টের তরফে খেলা করি। আমরা এবারকার Tournamentএ তিনটি পলো টিম enter করেছি, এতেই বুঝা যায় আমাদের দলে পলোটা বেশ্ জমেছে। আগামী কাল Queen's Cup প্রতিযোগিতায় রেজিমেণ্টের গুলি ছোড়ার পালা; এই টিমে আমিও আছি। আগামী সপ্তাহে আমরা এক সপ্তাহের জন্য Skeleton Manœuvresএ বাহির হইব। তারপর আমি কানপুর যাব, এবং সেখান হইতে আমরা Brigadeএর অন্তর্গত তিনদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সতর দিন মার্চ্চ করে দিল্লীর নিকটে ঐ Manœuvresএ যোগ দিব। তার তিন সপ্তাহ পরে আমি 5th Dragoon Guards দলকে শিয়ালকোটে লইয়া যাইব,—৩৭ দিন মার্চ্চ করে যে'তে হবে,—কিছুদিন তথায় থাকিব,—পরে ছুটী লইয়া বাড়ী রওনা।"

শিয়ালকোটে পৌঁছিয়া পাওএল সৈন্যগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে মীরাটের ন্যায়ই মনোযোগী রহিলেন। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হইল যে সে সময় ভারতে যত সৈন্যদল আছে তার মধ্যে 5th Dragoon Guardsএর অবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক commanding officerএর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তিনি হৃষ্ট মনে মে মাসে ছুটি লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন।

একাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কমাণ্ডার পাওএল বিদায় লইয়া বিলাতে পৌঁছিলেন। এসময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ ও বুয়রদের মধ্যে ভীষণ মনোমালিন্য চলিতেছিল। যে কোন সময়ে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইতে পারে মনে করিয়া উভয় পক্ষই প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু ইংরেজদের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিকদিগের নানারূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং যাহাতে যুদ্ধ না বাধিতে পারে, এবং যুদ্ধ বাধিলেও ইংরেজগণ শুধু আত্মরক্ষা করিতে পারে, তৎপ্রতিই গবর্ণমেণ্টের অধিক দৃষ্টি রহিল।

এসময় Lord Wolseleyর পরওয়ানা পাইয়া পাওএল দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার উপর আদেশ হইল বেচুয়ানাল্যাণ্ড ও রোডেশিয়া সীমান্ত রক্ষার্থ একদল স্থানীয় সৈন্য অন্তরীপ প্রদেশ হইতে গঠন করিতে হইবে।

যাত্রার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইল যে তাঁহার গঠিত সৈন্যদলকে দুইটি বন্দুকধারী অশ্বারোহী রেজিমেণ্টে বিভক্ত করিয়া, উহাদিগকে এবং স্থানীয় পুলিশ ও ভলাণ্টিয়ার দলকে এমন ভাবে প্রস্তুত রাখিতে হইবে যেন যে কোন মুহূর্ত্তে ইহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করা যাইতে পারে।

অশ্বারোহী, পুলিশ ও ভলাণ্টিয়ার গঠিত এই সৈন্যদলের কার্য্য নিম্নরূপ নির্দ্ধারিত হইল—

১। বুয়রদের আক্রমণ হইতে সীমান্তপ্রদেশ যথাসম্ভব রক্ষা করিতে হইবে।

২। উত্তর প্রদেশের দেশীয় লোকদিগকে শান্ত রাখিতে হইবে।

৩। বুয়রেরা যেন বুলুওয়াও, মেফিকিং প্রভৃতি স্থান অধিকার করিতে না পারে, এজন্য বাধা দিতে হইবে।

৪। কেপ্ কলনি ও নেটালে British Reinforcement না আসা পর্য্যন্ত দক্ষিণ সীমান্ত হইতে বুয়র গঠিত একটি সৈন্যদল রাখিতে হইবে।

৫। ব্রিটিশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

পাওএলকে যে সীমান্ত রক্ষার ভার দেওয়া হইল তাহা দৈর্ঘ্যে ৫০০ মাইল। এজন্য একস্থানে সৈন্যদল গঠিত করিয়া রাখিলে ভাল ফল হইবে না ভাবিয়া, দুইটি স্বতন্ত্র দলের গঠন করা হইল—একদল রোডেশিয়ার

টুলির নিকট, এবং অন্যদল মেফিকিং এর নিকট গঠিত হইল।

'মেফিকিং' ক্ষুদ্র স্থান। কিন্তু ইহা কেপ্ কলনি, রোডেশিয়া, উত্তর পশ্চিম ট্রান্সভাল, প্রভৃতি রাজ্যের সহিত বাণিজ্য ও যাতায়াতের কেন্দ্রভূমি। এ অঞ্চলের ইহাই বড় বন্দর। ইংরেজেরা ইহা অধিকার করিবার পূর্ব্বে মেফিকিং এর কর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য বুয়র ও দেশীয় লোকদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল :—

"মেফিকিং দখলে যার,
আফ্রিকায় প্রভুত্ব তার।"

ইংরেজ ও বুয়রে যুদ্ধ বাঁধিলে দেশীয় লোকেরা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহার মীমাংসা হইবে মেফিকিংএর দখল লইয়া। মেফিকিং যে পক্ষের দখলে থাকিবে, দেশীয় লোকেরাও সে পক্ষই অবলম্বন করিবে। বুয়রেরাও মেফিকিং দখলের জন্য লালায়িত ছিল, কারণ এখানে দোকান-পশারের যেরূপ ঘটা, তাহাতে লুণ্ঠন ব্যাপারটা খুব লাভজনক হইবার কথা।

সৈন্যদল গঠন ও পরিরক্ষণ কার্য্যে পাওএলকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী প্রেরিত হইলেন। তিনি কর্ণেল প্লুমার ও কর্ণেল হোর নামক দুইজন অভিজ্ঞ সৈনিক কর্ম্মচারীর উপর দুই রেজিমেণ্টের গঠন ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার Chief of staff হইল Lord Edward Cecil.

রোডেশিয়াতে ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকান্ পুলিশের কর্ত্তা কর্ণেল নিকলসন, এবং মেফিকিং পুলিশের কর্ত্তা কর্ণেল ওয়ালফোর্ডও নিজ নিজ দল লইয়া প্রস্তুত হইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে হইল। পাওএল দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সকল কাজের তত্ত্বাবধান করিলেন। ছোট বড় সকলেই গুরুতর পরিশ্রম করিল। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই দুই মাসের মধ্যেই দুইটী সৈন্যদলের গঠন, সৈন্যদের ট্রেইনিং, অশ্ব সংগ্রহ, মালপত্র বহনের ব্যবস্থা, রসদ সংগ্রহ, সাজোয়া গাড়ীর ব্যবস্থা, হাসপাতাল নির্ম্মাণ, প্রভৃতি যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত আয়োজন শেষ করিতে হইল।

এ পর্য্যন্ত পাওএল দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনার স্যার এ. মিলনার ও উপনিবেশ আফিসের অধীনে কাজ করিতে ছিলেন। এক্ষণে তিনি রোডেশিয়া ও বেচুয়ানালেণ্ড প্রদেশের সৈন্যদলের কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত হইলেন।

বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ২রা অক্টোবর মেফিকিং হইতে যে ডাক গাড়ী জোহানেস্‌বার্গে গেল, উহা আর ফিরিয়া আসিল না। ৪ঠা অক্টোবর পাওএল বেচুয়ানালেণ্ডের সৈন্যদলকে ডাকিয়া আনিলেন। ইতিমধ্যে খবর আসিল যে বুয়রেরা বন্দুক কামান লইয়া প্রস্তুত হইয়াছে এবং শীঘ্রই রেল রাস্তা ভাঙ্গিয়া মেফিকিং আক্রমণ করিবে। তাহাদের সেনাপতি হইয়াছেন ক্রঞ্জি।

পাওএল বুঝিতে পারিলেন, শীঘ্রই আক্রমণ ও গোলাবর্ষণ হইবে। অতএব তিনি নোটীশ দিলেন যে যাহারা ইচ্ছা করেন মেফিকিং ছাড়িয়া কেপ্ টাউনে চলিয়া যাইতে পারেন। ৮ই অক্টোবর তিনি মা'র নিকট চিঠি লিখিলেন—"৬০০০ কি ৭০০০ বুয়র সৈন্য তিন দল বাঁধিয়া দশ মাইল দূরে শিবির গাড়িয়াছে। আমি গত রাত্রিতে একাকী বাহির হইয়া উহাদের শিবির দেখিয়া আসিয়াছি। তাহাদের কামান বন্দুক, রসদ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছি।

"গত সপ্তাহে আমি যখন মেফিকিং পৌঁছিলাম দেখিলাম অধিবাসীরা বড় ভীত হইয়াছে। আমি ঘোষণা করিলাম, আমি এখানের কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছি। তারপর সহরবাসীদিগকে লইয়া একটী রক্ষী দল গঠন করিয়াছি ও সহরটীকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছি। আমি এখানকার স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে দূরে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিতেছি।"

১৩ই অক্টোবর হইতে মেফিকিং নগরের অবরোধ আরম্ভ হইল।

এই অবরোধ সাত মাস স্থায়ী হইয়াছিল। প্রতিদিনই বাহির হইতে গোলাগুলি বর্ষণ হইত। কিন্তু উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে রবিবার বিশ্রাম-দিবস রূপেই ব্যবহৃত হইত।

১৬ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ২। টার সময় বুয়রগণ শান্তি

নিশান উড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভবিষ্যৎ রক্তপাত দূরীকরণার্থ ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত কিনা ?" ইহাতে পাওএল সিগ্‌নেল করিয়া উত্তর দিলেন, "কেন ?"

২০শে অক্টোবর বুয়র সেনাপতি ক্রঞ্জি চিঠি লিখিলেন, "কামানের গোলা ব্যবহার না করিয়া তিনি মেফিকিং দখল করিতে পারিবেন না, সুতরাং সোমবার সকাল ৬টা হইতে তিনি shell ছুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন।"

২১শে অক্টোবর পাওএল পত্রের উত্তরে ক্রঞ্জিকে লিখিলেন, "আমি দুঃখিত যে আপনি shell ব্যবহার ব্যতীত মেফিকিং দখল করিতে পারেন না। আপনি স্বচ্ছন্দে উহা ব্যবহার করিতে পারেন ; তবে Red Cross নিশানগুলির সম্মান রক্ষা করিবেন—একটি নিশান Conventএর উপর, একটি হাসপাতালের উপর ও একটি স্ত্রীলোকদের আশ্রয় স্থলের উপর টানানো আছে।"

২৩শে অক্টোবর হইতে shelling আরম্ভ হইল। ৪ঠা নভেম্বর সকাল ৫॥০ হইতে ৬টা, ৯টা হইতে ১১টা, এবং ২॥০ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শেল বর্ষণ হইল। অবরুদ্ধ লোকদের ৭ জন মৃত্যুমুখে পড়িল।

১২ই নভেম্বর রবিবার। অবরুদ্ধ লোকেরা ক্রিকেট ম্যাচ খেলিলেন। ভলান্টিয়ারদের ব্যাণ্ডপার্টি হাসপাতাল ও স্ত্রীলোকদের আশ্রয় স্থলে ঐক্যতানবাদন করিল।

১৪ই নভেম্বর পাওএল লোকগণনা করিলেন। নিম্নে তালিকা দেওয়া গেল—

শ্বেতমনুষ্য

পুরুষ—১০৭৪

স্ত্রীলোক—২২৯

শিশু—৪০৫

দেশীয় লোক

সর্ব্বশুদ্ধ—৭৫০০

খাদ্য—

মাংস

কাঁচা ও টিনবদ্ধ—১৮০০০০ পাউণ্ড

ময়দা—১৪৪০০০ ”

অন্যান্য শস্য—১০৭১০০০ ”

শ্বেতকায় লোকের প্রাত্যহিক খাদ্য ১৩৪০ পাউণ্ড, এবং দেশীয় লোকের ৭০০০ পাউণ্ড লাগিত; অতএব শ্বেতকায়দের জন্য ১৩৪ দিনের ও দেশীয়দিগের ১৫ দিনের খাদ্য মাত্র মজুত ছিল।

২১শে নভেম্বর হিসাব করিয়া দেখা গেল যে এপর্য্যন্ত শেলের আগুণে দালান কোঠার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৪৬৮৯ পাউণ্ড।

১০ই ডিসেম্বর রবিবার। নগরবাসী ও অবরুদ্ধ লোকেরা মিলিয়া মিশিয়া খেলাধূলা করিল। ব্যাণ্ডের বাজনা

হইল না। অধিকাংশ বাদ্য যন্ত্রই শেলের আগুনে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

১৮ই ডিসেম্বর এপর্য্যন্ত হতাহতের তালিকা লওয়া হইল—

মৃত ২৩, আহত ৫৩, খোঁজ মিলে না ৪৯, মোট ১২৫। দেশীয় লোকের হতাহতের সংখ্যা—১৬৩। অশ্ব, খচ্চর, বলদ, ভেড়া, ছাগল, গাধা প্রভৃতির হতাহতের সংখ্যা—৮৫৯। যাহারা যুদ্ধ করে নাই, এরূপ লোকের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ১৭।

২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ইহা পর্ব্বদিনই হইল।

৩০শে মার্চ্চ পুনরায় সেন্‌সাস্ লওয়া হইল। এবার লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯৭৪এ দাঁড়াইল।

১২ই এপ্রিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট হইতে পাওএল নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাইলেন—

"I continue watching with confident admiration the patient and resolute defence which is so gallantly maintained under your ever resourceful command."

লর্ড রবার্টস টেলিগ্রাফ করিলেন—"Hope to relieve you by the 18th May."

বুয়র পক্ষের শেষ চেষ্টা ১২ই মে তারিখে ব্যর্থ হইল। মেফিকিং উদ্ধারের পর পাওএল তাঁহার মাতার নিকট প্রথম

চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"রাত্রি ৪টার সময় বুয়র দলের সাহসী নেতা এলফ্ প্রায় ত্রিশজন ফরাসী ও জার্ম্মাণ সঙ্গে লইয়া বুয়র সৈন্যদলকে আমাদের বাহিরের বেড়া ভাঙ্গিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করাইল, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে ভিতরের বেড়া ভাঙ্গিতে দিলাম না। এদিকে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আমরা বাহিরের বেড়া মেরামত করিয়া ফেলিলাম। রাত্রি প্রভাত হইলে বুয়রেরা দেখিল, যে, তাহারা আটক হইয়া গিয়াছে। সারাদিন যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যার পরে বুয়র নেতা এলফ্ ও ১০৮ জন বুয়র সৈন্যকে ধৃত করিলাম। ইতিমধ্যেই তাহাদের ৭০ জন আহত হইয়াছিল। অন্যান্য বুয়রদিগকে আমরা তাড়াইয়া দিলাম।

"বুয়র বন্দীগণের নিকট শুনিলাম যে আমাদের সাহায্যার্থ দক্ষিণ দিক হইতে আগত Relief Column নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ১৬ই তারিখে আমরা তাহাদের কামানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরদিন সকালে আমি সৈন্যদল লইয়া বাহির হইলাম। আমরা বুয়রদিগকে তাহাদের শিবিরে এবং Trenchএ আক্রমণ করিতে লাগিলাম। তাহারা আর পারিয়া উঠিল না। ট্রান্সভালের দিকে পলাইতে লাগিল। এদিকে সাহায্যকারী সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছিল। ১৭ই তারিখ রাত্রি ৩টার সময় দাদা আমাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিলেন। আমার মনে কি যে আনন্দ হইল, তাহা কথায় লিখিতে পারি না।"

সাত মাস দায়িত্বের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া অনশন ও অর্দ্ধাশনে অবিরত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া পাওএল জগতের সম্মুখে বীর বলিয়া পরিচিত হইলেন। মেফিকিং উদ্ধারের সংবাদ বিলাতে পৌঁছিলে শুধু পাওএল পরিবারে নয়, বিলাতের ছোট বড় সকল পরিবারেই আনন্দোৎসব হইয়াছিল। বিলাতের সহস্র সহস্র লোক পাওএলের অভ্যর্থনা করিয়া চিঠি লিখিলেন। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা, বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, পাচকপুত্র, ডিউকপুত্র, সৈন্য সেনাপতি, সংবাদপত্র সেবী, রেলওয়ের কুলি প্রভৃতি সমাজেব সব্ব শ্রেণীর, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে তিনি চিঠি পাইলেন, নিম্নে কয়েকটী চিঠির নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

একজন লিখিয়াছেন—"আমি আপনার নামে আমার ছেলের নাম বেডেন পাওএল রাখিয়াছি। নাম রেজেষ্টারী করার সময়-সংক্ষেপ বশতঃ আপনার অনুমতি লইতে পারিলাম না।"

আর একজন লিখিয়াছেন—"আমাদের শিশু সন্তান নাই। আমরা আমাদের ঘোড়ার বাচ্চাটিকে পাওএল বলিয়া ডাকিব।"

একটি ছোট বালক লিখিয়াছিল—

"প্রিয় কর্ণেল বেডেন পাওএল, আমি মনে করি আপনি সৈন্যদলের বীর পুরুষ। আপনার সর্ব্বশরীর মেডেলে আবৃত

হওয়া উচিত, এবং আপনাকে অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণর করা কর্ত্তব্য।"

একটি নয় বৎসর বয়স্ক বালক লিখিয়াছিল—

"আমাদের দু'টা খরগোস আছে। উহাদের একটা ঘুমায়, আর একটা জেগে থাকে। যেটা জেগে থাকে, তার নাম আমরা পাওএল রেখেছি, কারণ শুনেছি আপনি নাকি মোটেই ঘুমান না।"

এই প্রকারের অনেক চিঠি আসিয়াছিল। মেফিকিংএর উদ্ধার বার্ত্তা যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি আহারে বসিয়াছিলেন। এ অবস্থায়ই মহারাণী স্বহস্তে পাওএলের নিকট প্রেরণার্থ যে টেলিগ্রাম লিখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

I and my whole Empire greatly rejoice at the relief of Mafeking after the splendid defence made by you through all these months. I heartily congratulate you and all under you, military and civil, British and native, for the heroism and devotion you have shown.

"V. R. and I."

মেফিকিং উদ্ধারের পরেই কর্ণেল পাওএল Major-General পদে উন্নীত হইলেন। সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি Hero of Mafeking আখ্যা লাভ করিলেন।

তাঁহার প্রমোশন প্রসঙ্গে লর্ড Wolseley লিখিয়াছিলেন :—

I hope you got the announcement of your promotion as early as I sent it to you. You did splendidly, and it was indeed one of the pleasantest things I had to do in the war when I recommended, within a few hours of the news being received of Mafeking being relieved, that the Queen should promote you.

You have now the ball at your feet, and barring accidents greatness in front of you. That you may win the goal is earnestly wished for by yours very sincerely, Wolseley."

দ্বাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকায় কন্‌ষ্টেবল বাহিনী গঠন

মেফিকিং উদ্ধারের পর মেজর জেনারেল পাওএল প্রিটোরিয়া নগরে আসিয়া লর্ড রবার্টসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এসময় পাওএল ও তাঁহার সহযোগী বীরগণকে অভ্যর্থিত করা হইল। আগষ্ট মাসে লর্ড রবার্টসের—আদেশে পাওএল কেপ্‌ টাউনে গেলেন। হাই কমিশনার স্যার এ. মিলনারকে পুলিশ বাহিনী গঠনে সাহায্য করাই গমনের উদ্দেশ্য। রেলপথে তিনি নয় দিন কাটাইয়াছিলেন। যখন যে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতেন, সেখানেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য লোকারণ্য হইত। সৈনিকেরা তাঁহাকে নানা প্রিয় জিনিষ উপহার দিতেন। কেপ্‌ টাউনে উপস্থিত হইলে মেয়র ও করপোরেসনের প্রতিনিধিগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সমবেত জনমণ্ডলী তাঁহাকে কাঁধে লইয়া গভর্ণমেণ্ট হাউসে রাখিয়া আসিলেন।

হাই কমিশনার তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন তিনি যেন শান্তিরক্ষার্থ অচিরে একটি পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। পাওএলের মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সকলেব আশা ছিল, যে, পাও ল ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। মাতৃচরণ দর্শনের প্রবল আকাক্ষা মনে থাকিলেও, তিনি হাই কমিশনারের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহার মাতা ও ভগিনী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কেপ্ কলনিতে চলিয়া আসিলেন।

পাওএল সে সময় কনেষ্টবল সংগ্রহ কার্য্যে এরূপ মাতিয়া গিয়াছিলেন, যে, মাতা পুত্রের ও ভ্রাতা ভগ্নীর সাক্ষাৎ দীর্ঘ কালের জন্য হয় নাই। ইতিমধ্যেই তিনি ৮০০০ লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল, এবং ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ছুটী লইয়া বিলাত যাইতে হইল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পাওএল বিলাতে পৌঁছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহাকে একদিন "ব্যালমরাল" রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিয়াছিলেন। ১২ই অক্টোবর শনিবার তিনি তথায় গিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে পাওএল লিখিয়াছেন :—

I have just had my interview with the King. Went to his study and had a long sit down talk

alone with him. Then he rang and sent for the Queen, who came in with the little Duke of York, and we had a long chat chiefly about my Police, Lady Sarah, Alexander of Teck, Moncrieff, Duke of York's tour, present state of the war, Colonials as troops etc. as well as about Mafeking. The King handed me C. B and South African Medals. It was a very cheery interview, and the King asked me to stay till Monday.

১৯০১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পাওএল কেপ্‌কলনীতে ফিরিয়া আসিয়া কনষ্টেবল বাহিনী গঠন কার্য্যে পুনরায় লিপ্ত হইলেন। এসময় তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া নানা-স্থানে ঘুরিতে হইত। তিনি রেলপথে ২০০০ মাইল ও অশ্বপৃষ্ঠে ৬০০ মাইল ভ্রমণ করিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার 5th Dragoon Guards দল ভারতে ফিরিয়া গেল। বিদায়ের পূর্ব্বে তিনি সৈন্যদলকে একটি ভোজ দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

তাঁহার নূতন কৃতকার্য্যতা লাভের সঙ্গে দুঃখ হইল, যে, সৈন্যদলের নিকট হইতে তাঁহাকে চিরবিদায় লইতে হইল। এই দুঃখ সৈন্যদলের অন্যান্য কর্ম্মচারীও ভোগ করিয়া-ছিলেন। একজন যুবক কর্ম্মচারী পাওএল-জননীর নিকট চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"আমাদের কর্ণেল আমাদের জন্য

কি করিয়াছেন, তা আমি নিজেই বেশ্ বুঝ্‌তে পারি। বড় দুঃখ হয়, যে, আর আমরা হয়ত তাঁকে দেখ্‌তে পাবনা। তাঁর অধীনে কাজ করবার সৌভাগ্য হবে বলেই, আমি এই সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলুম। আমরা এমন কমাণ্ডিং অফিসার আর পাব না।”

১৯০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ হইল। ইংরেজ সৈন্য চলিয়া গেল, এবং পাওএল গঠিত পুলিশবাহিনী দেশের শান্তি রক্ষার ভার লইল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার কন্‌ষ্টবল বাহিনীর লোক সংখ্যা ১০০০০ হইতে ৬০০০ এ হ্রাস করা হইল।

এসময় পাওএল এক নূতন পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে বিলাতের Inspector General of Cavalry নিযুক্ত করা হইল। কন্‌ষ্টেবল বাহিনীর নিকট বিদায় লইয়া তিনি দেশে চলিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্কাউটিং ফর বয়েজ

Inspector General of Cavalry পদ প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই পাওএল অনেক নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করিলেন। তন্মধ্যে Cavalry School স্থাপন ও Cavalry Journal প্রচার এই দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব্ কনট Inspector General of the Forces নিযুক্ত হইলেন। পাওএল তাঁহার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শন ব্যাপারে বাহির হইলেন। ডিউক মহোদয়ের সহিত তিনি আফ্রিকার ব্লুমফন্টিন, কিমবর্লি, মেফিকিং, নেটাল, মিডিলবর্গ, প্রিটোরিয়া প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিলেন। এই বৎসর তিনি ব্রুশেলস্ নগরে বেলজিয়ান অশ্বারোহী সৈন্যদলও পরিদর্শন করিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মিশরদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। এই বৎসর তিনি Sketches in Mafeking and East Africa নামে পুস্তক প্রকাশ করেন এবং Bruton Galleryতে

স্কাউটের আত্মমর্য্যাদা নির্ভরযোগ্য।

১২৫টি চিত্র ও Royal Academyতে Captain John Smithএর নিকট একটি Bust প্রদর্শন করেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার Inspector General of Cavalry কার্য্য শেষ হয়, এবং **বয় স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।**

বয় স্কাউট আন্দোলনের পরিকল্পনা একদিনে সহসা ঘটিয়া উঠে নাই। পাওএল যখন প্রথমে Hussar দলে সৈন্যদিগের অধিনায়কতা শিক্ষা করেন, তখন হইতেই অন্তরে অন্তরে এ কল্পনা চলিতেছিল। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, সৈনিকেরা সাধারণতঃ যে ট্রেনিং পায়, তাহা ততটা কার্য্যকরী হয় না, শুধু উহার ফলে যুদ্ধ সময়ে সৈনিকেরা ততটা আত্মশক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না, এবং নাগরিক জীবনে তাহাতে চরিত্রের বিকাশ ততটা হয় না।

তিনি Hussar দলে, 5th Dragoon Guards দলে, ও দক্ষিণ আফ্রিকার কন্‌ষ্টেবল বাহিনী দলে অধীন লোকদিগের শিক্ষা কার্য্যে Scout trainingএর কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং মেফিকিং নগরের অবরোধ সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ট্রেনিং বালকদিগের মধ্যেও প্রচলিত হইতে পারে, এবং উহাতে বালকদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

বুয়র যুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিলাতে আসিয়া

তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার Aids to scouting নামক পুস্তক বালক ও বালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পুস্তকখানা সৈন্যদের জন্য লিখিত হইয়াছিল। তিনি এখন ভাবিতে লাগিলেন,—ইহার মধ্যে এমন কি আছে যে উহা বালকদের শিক্ষণীয় হইতে পারে। এবিষয়ে বিস্তর চিন্তার পর তিনি বালকদিগের উপযোগী করিয়া পুস্তকখানি পুনরায় লিখিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পাওএল তাঁহার পরিকল্পনা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিলেন।

বালকান্দোলনের নেতৃবর্গ, Army, Navy, Church, state প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় হইতেই তিনি সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন। লর্ড রবার্টস তাঁহার পরিকল্পনা মনোনীত করিয়া চিঠি লিখিলেন—

I like the idea and I think it may have good results. Boys are very receptive, and would enjoy the delights of such training if it were carried out in a satisfactory manner. Good instruction would be needed and I suppose a certain amount of financial assistance would be required. I am sure it would be better for the boys to spend a day in cycling in the country and near the large town and learning to scout.

N. N. Bhose Esqr. Bar-at-law
Provincial Organising Secretary

than to waste their time—as so many of them do—in looking on games in which they are not sufficiently skilled to take part themselves. I hope your scheme may be given a fair trial."

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পাওএল ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ডের নানাস্থানে স্কাউটিং সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ঐ বৎসরই Brown Sea দ্বীপে একটি Scout Campও করিলেন। এখানেই সর্ব্ব-প্রথম তিনি বালকদিগকে Patrol Leaderএর অধীনে কাজ করিতে শিক্ষা দিলেন। বালকেরা আশাতিরিক্ত কাজ দেখাইয়া তাঁহাকে আরও উৎসাহিত করিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে Scouting for Boys নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে, দেখিতে দেখিতে দেশের মধ্যে অসংখ্য স্কাউটট্রুপ গড়িয়া উঠিল। এসময় পাওএল পরলোকগত Mr. C. Arthur Pearsonএর সাহায্যে The Scout নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিলেন।

স্কাউটদিগের ইউনিফর্ম Shirt, Shorts, Scarf ও Cowboy hat পাওএল নিজে অনেকদিন যাবৎ পরিধান করিতেছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কনষ্টেবলদিগকেও এই Uniformই দিয়াছিলেন।

এপর্য্যন্ত পাওএল সৈন্য বিভাগেই নিযুক্ত ছিলেন। অবসর সময়ে মাত্র তিনি এই কাজ করিতে পারিতেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের স্ফটিক প্রাসাদে স্কাউটদিগের

সর্ব্বপ্রথম Rally হইল। এগার হাজার স্কাউট ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। এই বৎসরই স্কট্‌লণ্ডের গ্লাস্‌গো নগরে আর একটি Rally হইল। ইহাতে ছয় হাজার স্কট্‌লণ্ডদেশীয় স্কাউট মিলিত হইয়াছিল। স্কাউটদের খেলার জন্য পাওএল একটি নূতন পুস্তক (Scouting Games) লিখিলেন। এবৎসর Mercury নামক জাহাজে আর একটি ট্রেইনিং ক্যাম্পের অনুষ্ঠান হইয়া Sea Scoutingএর সূচনা হইল।

এই বৎসর সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড কর্ণেল বেডেন পাওএলকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ৩রা অক্টোবর রবিবার দিন Balmoral প্রাসাদ হইতে পাওএল লিখিয়াছিলেন—

"I came on here this morning by the King's Mail Train to Ballater. Royal carriage and pair met me there. I have had a long walk and talk with Mr. Haldane and am to see the King presently when I have dressed for dinner. Haldane has hinted to me that the King is going to make me a K. C. V. O"

সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের সহিত কথাপ্রসঙ্গে পাওএল প্রস্তাব করিলেন, যে, স্কাউটদের মধ্যে যাহারা বিশেষ ভাল কাজ করিবে, তাহাদিগকে তিনি "King's scout" আখ্যা দিতে চাহেন। সম্রাট ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন,

যে, স্কাউট আন্দোলনে ভবিষ্যতে সুফল ফলিবে, সুতরাং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পাওএল এর পক্ষে বিশেষ দুঃখের কারণ হইল। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ অবিলম্বে Patron হইলেন, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে Windsor Great Parkএ ৩৩০০০ স্কাউটের মিলিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করিলেন।

ক্রমে স্কাউট আন্দোলন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। পাওএল বুঝিতে পারিলেন, শুধু অবসর সময়ে একাজ করিলে চলিবে না। ইহাকে "full time job" করিতে হইবে। অতএব সৈনিক বিভাগের ভবিষ্যৎ উন্নতির সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভবিষ্যৎ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। কর্ম্মজীবনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া পাওএল তাঁহার সমস্ত শক্তি স্কাউটদিগের উন্নতির জন্য নিয়োগ করিলেন। তিনি দুইটী আদর্শ স্কাউট পেট্রল সঙ্গে লইয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে কানাডা রাজ্যে স্কাউট আন্দোলন আরম্ভ হইল।

'Scouting for Boys' পুস্তকখানা ইতিমধ্যে বৃটিশ-সাম্রাজ্য ও আমেরিকায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নানা ভাষায় উহাকে অনুদিত করিবার জন্য বিস্তর চিঠিপত্র আসিতে লাগিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর পাওএল 13th Hussar সৈন্যদলের Honorary Colonel নিযুক্ত হইলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

চীফ্ স্কাউট

১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে পরবর্ত্তী দুই বৎসর পাওএল নানা দেশের স্কাউট ট্রুপ পরিদর্শন করিয়া কাটাইলেন। এই উপলক্ষে তিনি নরওয়ে, সুইডেন, পানামা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিলেণ্ড দেশ পরিভ্রমণ করিলেন।

আর্কেডিয়ান নামক জাহাজে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) যাইবার সময় পাওএলের সহিত Miss Olave Soames নাম্নী এক অসামান্য বুদ্ধিমতী রমণীর আলাপ হয়। ইনিই আমাদের চীফ্ স্কাউটের সহধর্ম্মিণী লেডি পাওএল (The Chief Guide)। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই আসামান্য পুরুষ ও রমণী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

পাওএল যখন বালকদিগকে স্কাউটিং শিক্ষা দিতেন,

তখন দেখা যাইত, ছেলেদের দলে ছোট ছোট মেয়েরাও স্কাউটদের ন্যায় পোষাক পরিয়া Parade করিতে আসিত। ভাইদের ন্যায় বোনেরাও স্কাউট হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিত। এ নূতন সমস্যাটি পাওএল তাঁহার ভগ্নীর সাহায্যে পূরণ করিলেন। পাওএল একখানা নূতন বই লিখিয়া বালিকাদের জন্য 'Girl Guide'এর প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বিবাহের পর লেডী পাওএলের উপর Girl Guideএর ভার পড়িল। এই কার্য্যে তিনি স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে লেডী পাওএলকে Chief Guide আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পাওএল সপত্নীক এলজেবিয়া, মল্টা, নেপ্লস, প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। এই বৎসরই তাঁহার পুত্র পিটার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পরবর্ত্তী বৎসর পাওএলের মাতৃবিয়োগ হইল। জননী তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ ছিলেন। মাতৃহীন হইয়া স্যার রবার্ট পৃথিবী-বিস্তৃত স্কাউট ভ্রাতৃগণের নিকট যে বার্ত্তা প্রেরণ করেন, তাহা আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি—

"Most scouts know what it is to have a good mother, and the more they like her the more they dread the idea of losing her.

Your mother has done so much for you in having had all the pain and trouble of bringing you up as a child—in health and in sickness, steadily working to pull you through. She has taught you and watched over you with anxious eyes. She has given up all her time and love to you. When she dies you feel it a terrible blow, the breaking of a happy tie.

I have just lost my mother, after some fifty years of comradeship : so I know what it means.

She had trained me as a boy ; she had watched every step of my work as a man. When I first had the idea of starting Boy Scouts I was afraid that there was not so much in it as I thought, until she spoke to me of it, and showed that it might do good to thousands of boys if I only stuck to it. So I did.

But it was thanks to her that the scout movement started and went on.

Many scouts seem to have thought of this on hearing of her death, for I have had a

number of kind messages of sympathy from them as well as a beautiful design of flowers, with the motto, "Be Prepared" from the Boy Scouts Association. For all these kindly tributes I offer my heartfelt thanks.

I only pray that those who have been so good to me will, in their turn, find comfort when the dark day comes of their own mother's death.

There is only one pain greater than that of losing your mother, and that is for your mother to lose you—I do not mean by death, but by your own misdeeds.

Has it ever struck you what it means to your mother if you turn out a "*wrong 'un*" or a '*waster*'? She who bore you as a baby, and brought you up. She who taught you your first steps, your prayers, your straight ideas, and was glad when you showed that you could do things.

As she saw you get bigger and stronger, and growing clever, she had hoped in her heart of hearts that you were going to make a successful

career, and to make a good name for yourself—something to be proud of. But if you do not show grit and keenness, if you become a "slacker," her heart grows cold with disappointment and sorrow—though she may not show it; all her loving work and expectation have been thrown away, and the pain she suffers by seeing you slide off into the wrong road is worse than if she had seen you lost in death.

You have not the power of preventing her losing you by death, but you can save her from losing you in this other way.

Make your career a success, whatever line you take up, and you will rejoice her heart. Try not disappoint her, but to make her happy in any way you can; you owe it to her; and when she dies it will be your greatest comfort to thank that at any rate you did your best for her, and tried to be a credit to her whilst she lived.

I never know a really good manly fellow who was not a good son to his mother; and

by acting up to his mother's expectations, many a man has raised himself to the top of the tree."

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইউরোপের মহাসমর আরম্ভ হইল। বিলাতের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এ সময় বয়স্কাউটদিগের নিকট হইতে নানাপ্রকারে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। স্যার রবার্ট তাঁহার ৫০০০০ স্কাউটকে তখন দেশ রক্ষার মহৎ কাজে নিযুক্ত করিলেন। জর্ম্মনীর গুপ্তচরগণ ইংলণ্ডের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারগুলি যেন গোপনে কাটিয়া ফেলিতে না পারে, এজন্য ৫০০০ বয়স্কাউট নানাস্থানে প্রহরীরূপে নিযুক্ত হইল। ইংলণ্ডের উপকূল সমূহে নৌ-বিভাগের যত Coast-guards ছিল, তাহারা যুদ্ধের সময় অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় ২৩০০০ বয়স্কাউট ৩।৪ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের সময় পর্য্যায়ক্রমে সমুদ্রোপকূলে প্রহরীর কার্য্য করিল। ওয়ার আফিসে ও অন্যান্য স্থানে সংবাদ বহন কার্য্যেও যথেষ্ট স্কাউট নিযুক্ত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের এই দুঃসময়ে বয়স্কাউটেরা দেশের ও সমাজের কি উপকার করিয়াছিলেন, তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের চিঠিখানা পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে। প্রধান মন্ত্রী স্যার রবার্টকে লিখিয়াছেন—

"I do not think I am exaggerating when I say that the young boyhood of our country, represented by the Boy Scouts Association,

shares the laurels for having been prepared with the old and trusted and tried British Army and Navy. For both proved their title to make the claim when the Great War broke upon us like a thief in the night. It is no small matter to be proud of that the Association was able within a month of the outbreak of the war to give the most energetic and intelligent help in all kinds of service. When the boyhood of a nation can give such practical proofs of its honour, straightness and loyalty, there is not much danger of that nation going under, for these boys are in training to render service to their country as leaders in all walks of life in the future.

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্যার রবার্ট সস্ত্রীক কানাডা ও যুক্তরাজ্যের স্কাউট ও গাইড পরিদর্শন করিলেন। এই বৎসরই তাঁহার Aids to Scoutmastership নামক পুস্তক প্রকাশিত হইল।

এই বৎসরই পরলোকগত Mr. W. de Bois Maclarenএর বদান্যতায় Gilwell Parkএ স্কাউট মাষ্টার ট্রেইনিংএর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রবার্ট ও লেডী বেডেন পাওএল

বিলাতের Hampshire পরগণায় *Blackacre* নামক স্থান কিনিয়া উহাকে Pax Hill নাম দিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে অলিম্পিয়া নামক স্থানে International Scout Jamboree হয়। তখন Sir Robertকে "Chief Scout of all the World" আখ্যা দেওয়া হইল। ১৯২১ অব্দে তাঁহাকে Baron করা হইল। এ বৎসর ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের আহ্বানে চীফ্‌স্কাউট সস্ত্রীক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ভারতে স্কাউট আন্দোলনের প্রসারই তাঁহাদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ সময় তাঁহারা ব্রহ্মদেশ, সিংহল, প্যালেশ্‌টাইন, মিশর প্রভৃতি ভ্রমণ করেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে রোভার স্কাউট দলের সৃষ্টি হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কানাডার International Council of Educationএর নিমন্ত্রণে তিনি কানাডা গমন করেন। এসময় Toronto ও McGill বিশ্ববিদ্যালয় হইতে LL. D. উপাধি লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে D. C. L. উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নববর্ষে তিনি G. C. V. O. উপাধি লাভ করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ৫০০০০ স্কাউটের একটি International Jamboree হইয়াছে। এসময় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ চীফ্ স্কাউটকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

আমাদের চীফ্ স্কাউটের বয়স বর্ত্তমানে ৭০ বৎসর। তাঁহার পুত্র পিটার এখন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা প্রার্থনা করি, ভগবান্ চীফ্ স্কাউটকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন। তিনি যেন সুস্থদেহে জগতের হিতার্থ আরও নূতন নূতন কাজ করিতে পারেন।

চীফ্ স্কাউটের বংশধরের নিকট আমাদের একমাত্র বক্তব্য—

Be Prepared.